www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ২৭ আশ্বিন – ২ কার্তিক, ১৪২৪ ঃ ১৪ অক্টোবর – ২০ অক্টোবর, ২০১৭

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 1, 14 October - 20 October, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ছুটি

আগামী ১৯ ও ২০ অক্টোবর ২০১৭ কালীপুজো এবং দীপাবলী উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তা পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। আগামী ২৮ অক্টোবর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে আলীপুর বার্তা। সকলকে জানাই দীপাবলীর আগাম শুভেচ্ছা।

বোড়াল নেতাজী সংঘের ৬০তম কালী পুজো

এবারের ভাবনা- ;তোমায় হৃদ্ মাঝারে রাখবো --স্বর্গীয় কালিকাপ্রসাদের স্বরণে
থাকছে পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশে লাল মাটীর রাস্তা,
ছৌ ও আদিবাসী নৃত্য এবং লোকগীতি।
এবারের প্রতিমা ৬০ ধরনের ফল ও সব্জি দানায় গঠিত

উদ্বোধন ---১৫ই অক্টোবর (রবিবার), সন্ধ্যা --৫টায়
স্থান- বোড়াল নেতাজী সংঘ,
বাদামতলা, লেক পল্লী,
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

সভাপতি
বিশ্বজিৎ দে

শারদীয়া - দীপাবলী ও ঈদের আন্তরিক প্রীতি- শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

রাজপুর-- সোনারপুর পৌরসভার ৩৩নং ওয়ার্ডের উদ্দ্যোগে ১৫ই অক্টোবর (রবিবার)বিকাল -৫টায়

বিতরণ অনুষ্ঠান

সাইকেল রিক্সা, প্রতিবন্ধী গাড়ী, সেলাই মেশিন,
চোখের ব্যায়বহুল চিকিৎসার জন্য এক জনকে আর্থিক সাহায্য, শীত বস্ত্র, এছাড়া নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের বিনা মূল্যে বই খাতা বিতরণ।

স্থান-- বোড়াল , বাদামতলা,
লেকপল্লী, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

কাউন্সিলর-- বিশ্বজিৎ দে
ওয়ার্ড নং -৩৩

বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম
সোনারপুর উত্তর

সাধারণ সম্পাদক (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা তৃনমূল যুব কংগ্রেস)

কাঠগড়ায় শিয়ালদহ জিআরপি

থানা ও ব্যারাকের বেহাল দশা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সহ জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে যাদের চলা, যাদের উপর সরকারের ভাবমূর্তি নির্ভরশীল, সেই তারাই একপ্রকার অসহায় ও অবহেলিত অবস্থায় কাজ করে চলেছেন। এই অসহায় অবহেলিত কর্মীরা হলেন পশ্চিমবঙ্গের জিআরপি অর্থাৎ গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ। আজকের প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয় হল, শিয়ালদহ ডিভিশনের জিআরপি থানা ও তার ব্যারাকগুলির হাল হকিকত। এই বিভাগের অধীনে দক্ষিণ শাখা ও উত্তর শাখা মিলিয়ে মোট ১৩টি থানা আছে। থানাগুলি যথাক্রমে শিয়ালদহ, বালিগঞ্জ, যাদবপুর, সোনারপুর বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার, দমদম, নৈহাটি, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বারাসত ও বনগাঁ। প্রায় সবকটি থানার অধীরনে আছে একটি, দুটি বা তিনটি ফাঁড়ি। এই তেরোটি জিআরপি থানার মধ্যে শিয়ালদহ, দমদম, বারুইপুর ও ডায়মন্ড হারবার থানা ছাড়া কোথাও মহিলা হাজত নেই। আবার এই তেরোটি থানার মধ্যে মাত্র শিয়ালদহ, নৈহাটি ও রাণাঘাট এই তিনটি থানা আইসি ভিত্তিক। বাকি দশটি থানাই হল ওসি ভিত্তিক। আর এই থানাগুলির মধ্যে ডায়মন্ড হারবার, বারুইপুর ও বনগাঁ থানাকে বাদ দিয়ে বাকি দশটি থানার অবস্থাই বেহাল। প্রথমেই ধরা যাক শিয়ালদহ জিআরপি থানা ও ব্যারাকের কথা। একটু বৃষ্টি হলেই পার্শ্ববর্তী নর্দমাগুলি ছাপিয়ে তার নোংরা জল থানার মধ্যে ঢুকে পড়ে। অনেক সময় সেই জলের সঙ্গে পথের কুকুর-বিড়ালের মলও ঢোকে অফিসের মধ্যে।

এরপর পাঁচের পাতায়

এভাবে ধুঁকছে জিআরপি অধীনস্থ ব্যারাকগুলি। –নিজস্ব চিত্র

সেকেন্ড চ্যাপ্টার

মুকুলে মজে রাজ্যবাসী

পার্থসারথি গুহ

মুকুল রায়কে নিয়ে বাংলার গণমাধ্যম যেভাবে সময় ব্যয় করেছে তা আগে কজনের ক্ষেত্রে হয়েছে তা বলা কঠিন। শুধু সময় ব্যয় নয়, প্রিন্ট মিডিয়ার কাড়ি কাড়ি নিউজ প্রিন্টও খরচ হয়েছে এতে। একমাত্র তৃণমূলনেত্রী তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বাংলার তৎকালীন দুটি সংবাদপত্র খুবই লেখালেখি করত। এই কাগজগুলির জনপ্রিয়তার ইউএসপি (ইউনিক সেলিং প্রোপোজিশন) হয়ে উঠেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ। তাতে অবশ্য লোকসান কিছু হয়নি তাদের। বরং কাগজের দুনিয়ায় এক বড় নাম হিসেবে তাদের পরিচিতি ঘটেছে যথেষ্টই। কিন্তু রাজ্যের পালাবদলে সাধারণ মানুষের কতটা লাভ হয়েছে তা লাখ টাকার প্রশ্ন। সংবাদপত্র বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা হল সবসময় সমাজের খারাপের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো। আদতে কিন্তু দেখা গিয়েছে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থের কথাই ভেবে এসেছেন এরা। তাও মিডিয়ার তৈরি নানা মুখরোচক গপ্প আজও বাঙালিকে আলোড়িত করে। বিশেষ করে চায়ের ঠেকে জমিয়ে আড্ডার সময় এই মশলাগুলি মারাত্মকভাবে কাজ দেয় স্বঘোষিত টেনিদাদের জন্য। তাও সেই গসিপ ছাড়া সকালে চা খেতে খেতে কাগজটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে আস্বাদন করা যায় না মোটেই। আর সেই গল্পগাছার খোঁজে বেরিয়ে যথারীতি এখন সেই হট কেক মুকুল-নামার সেকেন্ড চ্যাপটারে হাত লাগানো যাক। মুকুলের তৃণমূল ত্যাগ, রাজ্যসভার সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়া ও জোলো সাংবাদিক সম্মেলন এখন অতীত।

এরপর পাঁচের পাতায়

তাজমহলে ফাটল!

আগ্রা থেকে ড. জয়ন্ত চৌধুরী

সপ্তম আশ্চর্যের খ্যাতি পাওয়া তাজমহল এই মুহূর্তে বিতর্কের কেন্দ্রে। অভিযোগ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাজমহলের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছেন একে রাজ্যের দ্রষ্টব্য তালিকায় না রেখে। বলা হয় দিল্লির বাদশাহ শাহজাহান-এর চতুর্থ পত্নী মুমতাজের দেহাবশেষ নিকটবর্তী সমাধি থেকে তুলে এনে 'প্রেমের সৌধ' নামে খ্যাত এই শ্বেতসৌধের গর্ভগৃহে পুনরায় সমাধিস্থ করেন। বর্তমানে গর্ভগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে অজানা কারণে। একটি কৃত্তিম সমাধি নির্মাণ করে রাখা হয়েছে দেশ বিদেশের দশনার্থীদের জন্য। ঐতিহাসিকদের চোখে তাজমহল আদৌ শাহজাহান করেছিলেন কিনা এই নিয়ে দ্বিমত স্পষ্ট। তৎকালীন জয়পুরের মহারাজ-এর তৈরি শিবমন্দির তেজো মহালায়াকেই রিমডেলিং করেছিলেন শাহজাহান এবং সেই সব শ্রমিকদের নাকি তিনি হত্যা করেছিলেন এমন কথাও জানা যায়। তাজমহল শিবমন্দির না কি সত্যই মমতাজের সমাধিগৃহ তার মীমাংসা ভবিষ্যতে হয়ত আদালতে হবে কিন্তু যমুনা পাড়ের এই সৌধের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। এমনকি কচি গাছের চারাও উঁকি দিচ্ছে এমন ছবিও ধরা পড়েছে আলিপুরবার্তার চিত্রে।

গভীর রাতে নরবলি দিত ডাকাতরা

কুনাল মালিক

হুগলি জেলার সিঙ্গুর রেল স্টেশনের (তারকেশ্বর লাইন) প্রায় আড়াই কিলোমিটার পূর্বে পুরুষোত্তমপুর গ্রাম। পাশে মল্লিকপুর। শ্রীরামপুর-তারকেশ্বর বাস চলাচলের পথের উপর সিঙ্গুরের প্রসিদ্ধ ডাকাতকালী মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর প্রাচীন এই মন্দির এক সময় ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। রাত্রিকালে এখানে বাঘের গর্জন শোনা যেত। তাছাড়া এই জঙ্গলে ছিল ডাকাত দলের ঘাঁটি। ওই দস্যুদলের সর্দার ছিল কেউ বলে গগন ডাকাত, কেউ বলে রঘু ডাকাত। ডাকাতরা জঙ্গলে পূর্বে ঘট স্থাপন করে, কালীর আরাধনা করত। এই জঙ্গলেই ডাকাতরা মা

সিঙ্গুর

সারদাকে আক্রমণ করতে গিয়ে স্বয়ং মা কালীর দেখা পান। তারপর ডাকাতরা মা সারদাকে যত্ন করে আশ্রয় দেন। এবং তাঁকে বুট কড়াই খেতে দেন। তাই আজও সিঙ্গুরের ডাকাত কালী মন্দিরে মায়ের পুজোয় বুট কড়াই দেওয়া হয়। ডাকাত কালী মন্দির ও দেবী মূর্তি কিভাবে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রচলিত এবং কিংবদন্তী শোনা যায়। বহুকাল আগের কাহিনী। নিকটবর্তী চালকেপাটি গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক বাস করত। তার পদবী ছিল মোড়ল। একদিন সামান্য আনাজপাতি নিয়ে কাকভোরে সে যাচ্ছিল শেওড়াফুলির হাটে। কিছুদূর যেতেই এক ঘুঁটে কুড়োনি বুড়ির সঙ্গে মোড়লের দেখা হয়। ''কুথা চলেছ মোড়লের পো''? জিজ্ঞাসা করে বৃদ্ধা বলে, ''আমার এই গোবরের ঝুড়িটি মাথায় তুলে দাও গো।''

এরপর পাঁচের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ডাকঘরের যাবতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেও এবার

থেকে আধার বাধ্যতামূলক করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমানে চালু থাকা অ্যাকাউন্টের আধার সংযুক্তিকরণের সময়সীমা আগামী ৩১ ডিসেম্বর।

রবিবার : মৎস্য দফতরের ঢিলেঢালা মনোভাবে উজাড় হয়ে

যাচ্ছে ইলিশ। প্রশাসনিক গাফিলতিতে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবাধে চলছে ছোট ইলিশ ধরার প্রতিযোগিতা।

সোমবার : ব্রিটিশ আমলের ঠাঁটবাট বজায় রেখে স্বাধীনতার

পরেও রেলে চলছিল ভিআইপি সংস্কৃতি। এবার সেই সংস্কৃতিতে রাশ টানতে চাইছে রেল। নয়া মন্ত্রী রেলের উচ্চপদস্থ কর্তাদের ভোগ বিলাস ছেড়ে এসি থ্রি-টায়ারে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার : দীপাবলীর মুখে খোদ দিল্লি ও সংলগ্ন শহরগুলিতে

শব্দবাজি ও আতসবাজি বন্ধের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আলোড়ন উঠেছে দেশজুড়ে। চলছে বিতর্কও।

বুধবার : ঝাড়গ্রামে গিয়ে উন্নয়নের কাজ দেখে এতটাই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী যে নিজের দলের জেলা

সভাপতিকেও অপসারিত হতে হল। মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেয়েছেন জেলাশাসক, বিডিও থেকে শুরু করে মন্ত্রী বিধায়করাও।

বৃহস্পতিবার : গজেন্দ্র চৌহানকে নিয়ে বিতর্ক কম হয় নি।

তার প্রভাব পড়েছিল দেশজুড়ে। এবার পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান পদে গজেন্দ্রর স্থলাভিষিক্ত হলেন জনপ্রিয় অভিনেতা পদ্মভূষণ অনুপম খের।

শুক্রবার : ডেঙ্গি হানায় নাজেহাল পশ্চিমবঙ্গ। তার সঙ্গে

অজানা জ্বরের দাপটে উত্তর ২৪ পরগনা কাবু। ডেঙ্গির চরিত্রও নাকি পাল্টাচ্ছে। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা এমন হলেও মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ভাঙলেন তবু মচকালেন না। বললেন ভয় পাবেন না। কিছু কিছু ল্যাবরেটরি অযথা ডেঙ্গির আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। কিন্তু যারা মারা গেলেন তাদের কি হবে? উত্তর নেই।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

কারেকশনের গল্পকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে ফের বাজারের দখলে বুলরা

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

ভারতীয় শেয়ার বাজারে আপাত সাপ–লুডোর খেলা অব্যাহত। গত কিছুদিন ধরে হঠাৎ করেই যে বেয়ার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল এদেশের অর্থবাজার জুড়ে তা বেমালুম উধাও। ফের বাজারের কবজা হাতে নিয়ে নিয়েছেন বুলরা। বস্তুত ক্ষণে ক্ষণে বাজারের এই রঙ পরিবর্তনে পালটে যাচ্ছে ট্রেডিংয়ের অনেক চিত্রনাট্যই। যাঁরা এই সেদিনও কিনে খেলার কথা ভাবছিলেন তাঁরা হয়তো হাতের শেয়ার বেচে বসে আছেন। আর তার মধ্যে নেপথ্যে শুরু হয়েছে অন্য ধরনের কলকাঠি নাড়া। অর্থাৎ যে জায়গায় শেয়ারটি বেচলেন দেখা গেল ফের বাজারের আপমুভে সেই স্টক আবার বাড়তে শুরু করেছে। একটাই কথা বলার থাকবে এক্ষেত্রে আপশোস না করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে বা নিজেদের মানিয়ে নিন। না হলে শেয়ার বাজারের অথই সাগরে কূল কিনারা করে উঠতে পারবেন না।

ভরা বুল বাজারে এমন সব ছবি চোখে পড়ছে যা সাধারণ ক্রিকটে মাঠে আত্মবিশ্বাসী কোনও দলকে ঘিরে তৈরি হয়। ক্রিজে জমে যাওয়া ব্যাটসম্যান যেমন সব বলকেই ফুটবলের মতো দেখতে থাকেন তেমনই আই–সেট যেন হয়ে গেছে সূচক জোরের। নিফটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন সেনসেক্সও ছুটছে দ্রুতগতিতে। সেনসেক্সের সামনে এখন আবার ৩৩ হাজারকে ছুঁয়ে দেখার হাতছানি। অর্থাৎ দুই সূচকের চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেছে। এ বলে আমায় দেখ, তো ও বলে আমায়। এর প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞদের নানা নিদানের কথাও শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। প্রিন্ট মিডিয়ার বহু জায়গায় যেখানে বহুদিন শেয়ার বাজার কার্যত ব্রাত্য ছিল সেখানে শুরু হয়েছে বিস্তর লেখালেখি। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বিজনেস চ্যানেলগুলিতে তো বিশেষজ্ঞদের বসার বহর আগের থেকে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। এসবই ভরা বুল বাজারের সঙ্কেত এটা তো আর বলার কোনও প্রয়োজনই নেই। যথারীতি তার মধ্যে সবটাই ঠিকঠাক তা নয়, অনেক গাঁজাখুড়ি পর্যবেক্ষণ রিপোর্টও বেরোচ্ছে।

এমনিতে এই বাজারের চাল বা মতিগতি বোঝা যে কোনও বিশেষজ্ঞের কম্ম নয় সেটা বোধহয় সবাই বোঝেন। তার ওপর এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার তাতে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা পথ বাতলে দেন বাজারের তাঁদের এই বিভাজনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তীব্র আকারের বুল–বাজারে এমন সব নানা ঘটনা–প্রতি ঘটনা ঘটতেই থাকে অহরহ, যা চমকে দেয় সাধারণ লগ্নিকারীদের। এমতাবস্থায় নিফটি সম্পর্কে চালু দুটি ভবিষ্যতবাণী হল, হয় নিফটি ১০ হাজারকে বেস ধরে আপাতত আরও ওপরে উঠবে। আর না হলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে বড়সড় কারেকশন বৃত্তে প্রবেশ করবে। অপর মত পোষণকারী অংশের মতে ভারতের শেয়ার বাজারে গত ৫–৬ মাসে যা উত্থান হওয়ার সবটাই হয়ে গিয়েছে। এবার উলট পুরাণের পালা। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত ৯৫০০ হচ্ছে বড় সাপোর্ট। এই জায়গাটা ভেঙে বাজার যদি ক্রমাগত বন্ধ দিতে থাকে তবে অচিরেই ৯ হাজার ভেঙে দিতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে ৮৬০০ চলে আসাটাও অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন এই ৯ হাজারের নিফটি ২০১৬ সালে প্রায় ২৫ শতাংশ কারেকশন করে ৬৮০০ তে এসেছিল। এত বড় মাপের কারেকশন হওয়ার মতো জমি হয়তো এখন প্রস্তুত নেই। বরং বুলদের পার্টি ভেস্তে দেওয়া এখন রীতিমতো অসম্ভব। সেক্ষেত্রে নিফটি তার লাগাতার উত্থান বজায় রেখে ১০৪০০–১০৫০০ পর্যন্ত পৌঁছে যেতেই পারে। তারপর টেকনিক্যালস চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটা বড় রেজিস্ট্যান্স। সেই জায়গায় গিয়ে হয়তো বড়সড় ধাক্কার মুখে পড়তে হবে সূচককে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যেভাবে চলছে তাতে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত বেশি করে পাওয়া যাচ্ছে।

কারণ গড়পরতা লগ্নিকারীর ভাবনাকে মিথ্যা করাই যেন এই বাজারের নিয়মরীতি হয়ে আসছে। এই ট্র্যাডিশন চলছে যুগ যুগ ধরে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত নেতিবাচক চিন্তা যখন শুরু হয়েছিল এই বাজারে তখনই পাশা পালটাতে আরম্ভ করে। এখন আবার রিভার্স গেম যেন শুরু হয়েছে জোরদার মেজাজে। হয়তো সাধারণ ট্রেডারদের বোকা বানানোর পর্ব (পড়ুন ফাঁসানো) শেষ হলেই আবার দাঁত–নখ খিচিঁয়ে আক্রমণ শুরু করবেন বেয়ারা। আর তাতে বিদেশিদের বিক্রি যে একটা বড় ইন্ধন জোগাবে তা বোধহয় আর বলার প্রয়োজন নেই।

আরবিআই–এর বর্তমান ফর্মান অনুযায়ী মূদ্রাস্ফীতি নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজোন করেছিল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স। উপস্থিত ছিলেন আরবিআই–এর ডেপুটি গভর্নর এনএস বিশ্বনাথন। এছাড়াও এমসিসিআই–এর সভাপতি হেমন্ত বাঙ্গুর বিশাল ঝাঁঝারিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পবন কুমার বাজাজ। আলোচনায় উঠে আসে বিভিন্ন ব্যবসায় মূদ্রাস্ফীতির প্রভাব।

রাজ্যে প্রাথমিক টেট পরীক্ষার দরখাস্ত গ্রহণ শুরু

২৫০০০ শূন্যপদে নিয়োগের সম্ভাবনা

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য টিটার এলিজিবিলিটি টেস্ট বা 'টেট'–এ বসার অনলাইন দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে। দরখাস্ত করতে হবে এই দুই ওয়েবসাইটের কোনও একটির মাধ্যমে : www.wbbpe.org, www.wbsed.gov.in ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। ফি জমা দিতে হবে অনলাইনেই। দরখাস্ত গ্রহণ শুরু হয়েছে ১০ অক্টোবর। নিয়োগ হবে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য।

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এনসিটিই–র নির্দেশিকা মেনে পরীক্ষা হবে এবছরই। পরীক্ষা পরিচালনা করবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পরীক্ষার দিনক্ষণ এখনও ঘোষিত হয়নি। শূন্যপদও সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে, এবারের 'টেট'–এর মাধ্যমে ২৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক–শিক্ষিকা নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন (ডিএলএড); অথবা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে ৪ বছরের ব্যাচেলর অব এলিমেন্টারি এডুকেশন (বিএলএড); অথবা ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ উচ্চমাধ্যমিক এবং রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া কর্তৃক স্বীকৃত স্পেশ্যাল এডুকেশনের ডিপ্লোমা; অথবা যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট, সঙ্গে ডিএলএড।

তফসিলি জাতি ও উপজাতি, ওবিসি–এ, ওবিসি–বি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী, এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি এবং ডেথ–ইন–হারনেস ক্যাটেগরির প্রার্থীরা উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরে ৫ শতাংশের ছাড় পাবেন। অর্থাৎ এইসব ক্যাটেগরির প্রার্থীরা উচ্চমাধ্যমিকে অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর এবং শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ থাকলেই প্রাথমিকের 'টেট'–এ বসতে পারবেন।

কর্মরত অবস্থায় মৃত কোনও শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল পারিবারিক সদস্যকে মানবিক কারণে চাকরি পেতে হলেও 'টেট'–এ বসতে হবে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এই প্রার্থীরা 'ডেথ–ইন–হারনেস' ক্যাটেগরির প্রার্থী হিসেবে আবেদন করতে পারবেন। এই ক্যাটেগরির প্রার্থীরা উচ্চমাধ্যমিকের নম্বরে ৫ শতাংশের ছাড় পাবেন। ২ বছরের ডিএলএড ডিপ্লোমা এনসিটিই কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।

নূন্যতম সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে থাকতে হবে ৯–১০–২০১৭ তারিখের মধ্যে। এই তারিখের পরে পাওয়া সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি এবারের 'টেট'–এর জন্য গ্রাহ্য হবে না বলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ না থাকলে এবারের 'টেট'–এ বসার জন্য আবেদন করা যাবে না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষিত প্রার্থী পাওয়া যাবে কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে রাজ্য জুড়ে সরকারি–বেসরকারি মিলিয়ে ৬৩১টি প্রতিষ্ঠান ডিএলএড কোর্স পড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রচুর ছেলেমেয়ে এই কোর্স সম্পূর্ণ করেছে। ফলে প্রশিক্ষিত প্রার্থীর জোগান নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না।

উল্লেখ্য, ২০১৪–য় শেষবার প্রাথমিক 'টেট'–এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র উধাও হয়ে যাওয়া, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া এবং বেশ কিছু মামলায় বিদ্ধ হওয়ার পরে দু'দফায় পিছিয়ে পরীক্ষা হয়েছিল ২০১৫–র ১১ অক্টোবর। ফল প্রকাশিত হয় ২০১৬–র ১৪ সেপ্টেম্বর। মেধাতালিকা নিয়ে বিতর্কের মধ্য দিয়েই ২০১৭–য় ৪২ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে।

দরখাস্তের প্রক্রিয়া : অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে উল্লিখিত দুটি ওয়েবসাইটের কোনও একটির মাধ্যমে। প্রথমে ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজস্ব লগইনআইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে। এরপর এই লগইনআইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ফের ওয়েবসাইটে লগ ইন করে দরখাস্তের পরের অংশে যাওয়া যাবে। লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড টুকে রাখবেন। এরপর বিশদে অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে। পাসপোর্ট মাপের ফটো, সই, পরিচয়পত্র, কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেট, প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট ইত্যাদি স্ক্যান করার পরে আগেই কম্পিউটারে সেভ করবেন। অনলাইন দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় এগুলি আপলোড করতে হবে। ফাইনাল সাবমিশনের আগে অনলাইন দরখাস্তের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। ফি দিতে হবে অনলাইনেই— ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি ব্যবস্থায়। ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা (তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫ টাকা)। ফি জমার পরে ই–পেইড স্ট্যাম্প–সহ দরখাস্ত ডাউনলোড করা যাবে। প্রয়োজনে অল্প ফি–এর বিনিময়ে নিকটবর্তী তথ্যমিত্র কেন্দ্র থেকেও দরখাস্ত করতে পারেন। কেন্দ্রের কর্মীরাই কাজটি করে দেবেন।

তথ্যের জন্য সোম থেকে শুক্র বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে ফোন করতে পারেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের এই নম্বরে : (০৩৩)২৩৩৭–৯৩১৩।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে ২০০

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রেডিট অফিসার পদে ২০০ জনকে নিয়োগ করবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। নিয়োগ করা হবে গ্রেড স্কেল টুয়ে। প্রবেশন ২ বছরের। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিবরণ : পোস্ট কোড ০১ : ক্রেডিট অফিসার : ২০০টি (সাধারণ ৬২, তফসিলি জাতি ৪৯, তফসিলি উপজাতি ২৪, ওবিসি ৬৫)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত, দৃষ্টিসংক্রান্ত এবং অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়াও একাধিক দৈহিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন প্রার্থীদের জন্য ২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৬০ শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও শাখায় স্নাতক। সিএ, আইসিডব্লুএ, সিএফএ, এফআরএম, সিএআইআইবি অথবা ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন সহ এমবিএ ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। সঙ্গে সব ক্ষেত্রেই কোনও শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে অফিসার ক্যাডারে সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ১–১০–২০১৭ তারিখে ২৩ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ ১ছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৩১,৭০৫–৪৫,৯৫০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৫ নভেম্বর। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। পরীক্ষার কললেটার ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.unionbankofindia.co.in

পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে রিজনিং (২৫ নম্বর), কোয়ান্টিটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (২৫ নম্বর) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (১০০ নম্বর)। সময়সীমা ২ ঘন্টা। ভুল উত্তরে ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.unionbankofindia.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর ফটো (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০) পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার সময় রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ব্যাঙ্কে চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড (রুপে/মায়েস্ট্রো/মাস্টার কার্ড/ভিসা), ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ক্যাশ কার্ড, মোবাইল ওয়ালেট বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিসের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্টের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন।

অনলাইনের দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ অক্টোবর – ২০ অক্টোবর, ২০১৭

মেষ : ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে, ভ্রমণযোগ রয়েছে।

বৃষ : ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন, বুদ্ধির ভুলে নিজের ক্ষতি নিজেই করে ফেলবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

মিথুন : শরীর নিয়ে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা।

কর্কট : উপযাজক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ঠান্ডাজনিত পীক্ষায় ও পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষাক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। নতুবা অসম্মানিত হতে হবে। দায়িত্বমূলক ও যোগাযোগমূলক কাজে বাধা এলেও সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিকবিষয়ে শুভফলেরযোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মনের মত ফল পাবেন না।

কন্যা : বিবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে সপ্তাহটি অতিক্রান্ত করতে হবে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

তুলা : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সমটি অতীব শুভদায়ক। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য মনের মত ফল পাবেন না। নতুন কোনও ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না।

বৃশ্চিক : মনে শান্তি পেতে হলে ইষ্টনাম জপ করুন। পূর্ব পরিকল্পিত দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। লেখাপড়ায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। ঠান্ডা জনিত পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

ধনু : অশুভের মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার সৃষ্ট হতে পারে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। খাওয়া দাওয়ায় সংযম হতে হবে। কর্মস্থলে শান্তিতে কাজ করতে পারবেন না। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে আপনি মনোনিবেশ করতে পারবেন না।

মকর : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তেমনি শুভফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে তেমন ভালো ফল আশা করা যায় না। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে না। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। বন্ধু বান্ধবদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। মামলা–মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। লেখাপড়ার ফল ভালো হবে। গৃহভৃত্যের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ।

মীন : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, শিক্ষণক্ষেত্রে উচ্চমার্গের ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গলার রোগে কষ্ট পেতে পারেন। আয় ভালই হবে। তবে একটু বিলম্ব হবে, কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে জল থেকে সাবধান থাকবেন।

শব্দবার্তা ৫০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিরোধ বা শত্রুতার লক্ষণ ৩। 'রাখাল ছেলের সঙ্গে — চরাব আজ বাজিয়ে বেণু' ৫। ইতিহাসখ্যাত এক যুদ্ধ ৮। দেবতার আরতি ১১। বন্ধু ১২। সুকুমার শিল্পের জন্য বিশেষ স্থান।

উপর–নীচ

১। দুর্গাদেবী ২। উপঢৌকন, ভেট ৩। নির্লজ্জভাবে ঘুরে বেড়ানোর ভাব ৪। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে — সত্যসুন্দর' ৬। অভাব, বিহীনতা ৭। অতি দ্রুত গতি ৯। (আল.) অন্যত্র চেষ্টা করা ১০। অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

সমাধান : শব্দবার্তা ৪৯

পাশাপাশি : ১। কাশিমবাজার ৫। কুরব ৭। কতশত ৯। রীতিমতো ১১। বনজ ১৩। অনতিবিলম্বে।

উপর–নীচ : ২। শিশির ৩। জাগরূক ৪। লুটতরাজ ৫। কুমারী পূজা ৬। বঙ্কিম ৮। তদ্ভাব ১০। তোসদান ১২। নকল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** — হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** — শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** — কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** — পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** — গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** — দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** — রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** — শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** — অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** — ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল — ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ — ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক — ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ফেসবুকে বার্তা দিয়ে নামখানার ডেঃ সেক্রেটারি দেনার দায়ে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা: ফেসবুকে বার্তা দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক রাজ্য সরকারি কর্মচারী। পোস্টটি করার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন পঙ্কজ মণ্ডল (৩৮)। পঙ্কজ নামখানা বিডিও-র ডেপুটি সেক্রেটারি পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি ক্যানিংয়ে। বুধবার সকালে নামখানার মাইতির বাঁধ এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে পঙ্কজের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিস। বিকেলে কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে পঙ্কজের দেহের ময়নাতদন্ত হয়। বাজারে প্রচুর টাকা দেনা ও লটারির টিকিট কেটে আর্থিক সঙ্কটে পড়েছিলেন পঙ্কজ। পাশাপাশি চাকরি দেওয়ার নাম করে বেকার যুবকদের প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ

আছে পঙ্কজের বিরুদ্ধে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

বছর পাঁচেক আগে নামখানা বিডিও-র ডেপুটি সেক্রেটারি পদে যোগ দেন পঙ্কজ। ক্যানিং বঙ্কিম সর্দার কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পঙ্কজের লটারির টিকিট কাটার নেশা ছিল বরাবরের। পাশাপাশি বাজারে প্রচুর টাকা দেনাও করে ফেলেছিলেন তিনি। ক্যানিংয়ে থাকাকালীন চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বেকার যুবকদের থেকে টাকা আত্মসাৎ করেছিল বলেও অভিযোগ হয় ক্যানিং থানায়। নামখানাতে কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে কার্যত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগও কমে যায় বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের। স্থানীয় মাইতিবাঁধ এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি। তবে গত এক বছরের বেশি সময় ধরে হতাশার কথা ফেসবুকে বারে বারে লিখেছেন পঙ্কজ। গত ৩০ সেপ্টেম্বর নিজের ছবি একটি ফটোফ্রেমে লাগিয়ে পোস্ট করেন পঙ্কজ। এই ছবি দেখার পর জনৈক ফেসুবক বন্ধু লিখেছিলেন, দাদার কি ছবি হওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ফেসবুকে পঙ্কজ লিখেছিলেন, খুব তাড়াতাড়ি! অন্য এক ফেসবুক বন্ধু লিখেছিলেন, ছবি আছে, মালা কই? তবে এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দেন নি পঙ্কজ। ওইদিন ফের নিজের একটি ছবি পোস্ট করে পঙ্কজ লিখেছিলেন, এটাই আমার শেষ ছবি। ফেসবুকে পঙ্কজের টাইমলাইনে একের পর এক হতাশার ছবি ফুটে উঠেছে।

এদিন পঙ্কজের এক পরিচিত বলেন, গতকাল রাতেও পঙ্কজবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। তখন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেছেন।' নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি বলেন, প্রচুর ধার দেনা করে ফেলেছিলেন পঙ্কজবাবু। আমার কাছে অভিযোগও হয়েছিল। ধার দেনায় জেরবার হয়েই আত্মঘাতী হয়েছেন বলে আমাদের ধারণা।'

৬টি দোকান পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ হাওড়ার বাকসারা রেল বাজারে বীভৎস অগ্নিকাণ্ডে ছয়টি দোকান পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়। ঘটনাটি ঘটে গত সোমবার রাত একটা নাগাদ। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। ছয়টি দোকানের মধ্যে চারটি দোকান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়।

ট্রেলারের ধাক্কায় মৃত এএসআই

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস্তায় ট্রেলারের ধাক্কায় মারা গেলেন এএসআই। মৃত পুলিশ অফিসারের নাম সুখেন্দু সরকার। গরফা ব্রিজের ওপরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। পুলিশের এই আধিকারিক যখন বাইকে করে উলুবেরিয়ার দিক থেকে হাওড়া জগাছার দিকে আসছিলেন সেই সময় একটি ট্রেলার এসে সজোরে ধাক্কা মারে সুখেন্দু বাবুকে। ট্রেলারের ধাক্কায় সুখেন্দু বাবু ছিটকে পড়েন রাস্তায়। পিছন দিক থেকে আসা দুটি ট্রেলার পিষে দেয় তাঁকে। ঘটনাস্থলেই মারা যান সুখেন্দু বাবু। ট্রাক চালক পলাতক, তাকে খুঁজছে পুলিশ।

পাওনা দিল হিন্দ মোটর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এশিয়ার বৃহত্তম মোটরগাড়ির কারখানা হিন্দমোটর বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ। শেষের দিকে এই কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় শেষে এসে ঠেকেছিল। এক সময় ১৬ হাজার কর্মী কাজ করতেন। এখন সেখানে জঙ্গলে ভর্তি নিঝুমপুরী, পুরো এলাকা অন্ধকার। যে সমস্ত কর্মী ভিআরএস নিয়েছিলেন কোম্পানি কর্তৃপক্ষ শনিবার থেকে ৬৬৪ জনকে বকেয়া শুরু করেছে। কারখানার মেইন অফিস থেকে দেওয়া হচ্ছে।

এদিন কর্মীদের পাওনা ছুটি ও কয়েক মাসের বেতন দেওয়া হয়েছে।

বেশ কিছু কর্মী এসে এই দিন চেক নিয়ে যান। তারা ক্ষোভের সাথে জানালেন তাদের হিসাব মতো ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা কম দেওয়া হয়েছে। কারখানার কর্মী সুজিত মুখার্জি বলেন নোটিশ দেওয়া হয়েছিল সব টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কোম্পানি দিচ্ছে কিছু টাকা কেউ ৪০,০০০-৫০,০০০ বা ৭০ হাজার টাকার চেক পেয়েছে। কর্মীরা বলছে মালিকপক্ষ প্রতারণা করেছে তাদের সাথে। এই প্রসঙ্গে আইএনটিটিইউসি নেতা উত্তম চক্রবর্তী বক্তব্য আমরা দিতে বলেছিলাম কর্তৃপক্ষকে, এই দিন কিছু দেওয়া হলো। বাদবাকি টাকা যাতে তাড়াতাড়ি সেটা দেখা হচ্ছে। কারখানার সিআইটিইউ সহ সভাপতি মনীন্দ্র চন্দ্র বলেন আমরা আইনি পদক্ষেপ নিয়েছিলাম তাই বাধ্য হয়ে কোর্ট মালিক তাড়াতাড়ি সব মেটাতে বলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সামান্যই টাকা দিয়েছে। আগামী সাতদিন ধরে এই টাকা দেওয়া হবে, আমরা কোর্টকে জানাব। সরকার মালিকপক্ষকে মদত দিচ্ছে, যার জন্য কারখানা বন্ধ । সরকার ঘুরেও দেখছে না।

বিধায়কের প্রতিশ্রুতি প্রহসনে পরিণত

বিপজ্জনক সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং এর গোপালপুর পঞ্চায়েতের বদুকুলা গ্রামে পিয়ালী নদীর উপর হাতে টানা খেয়া নৌকা দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে যাতায়াত করেন স্কুল ছাত্র-ছাত্রী সহ আশ পাশের ১৫-২০টা গ্রামের বাসিন্দারা। এই খেয়া দিয়েই রোজ জয়নগর, ঢোষা, কেল্লা, তিলপী, মহিষমারী সহ বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৫ হাজার সাধারণ লোক সহ তিলপী কামালিয়া হাইমাদ্রাসা, নলিয়াখালী জিএন হরিনারায়ণী বিদ্যাপীঠ, ইটখোলারাজ নারায়ণ হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে টানা নৌকায় খেয়া পারপার করে। ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন তাঁরা। গ্রামগুলির সঙ্গে নেই কোনও যানবাহন ব্যবস্থা। আছে হালে চালু হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ ইঞ্জিন ভ্যান। যাতায়াতের রাস্তা প্রায় ৩ কিমি।

সেই রাস্তায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। রাস্তার অবস্থা কঙ্কালসার। অবশেষে বদুকুলা গ্রামের বাসিন্দারা ২০১১ সালে মিলিত ভাবে চাঁদা তুলে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কাঠের সেতু তৈরি করেন বিপজ্জনক খেয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য। বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কাঠের সেতুটির অবস্থা বেহাল। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১নং ব্লকের গোপালপুর পঞ্চায়েতের পিয়ালী নদীর উপর কাঠের সেতু ও হেড়োভাঙা বদুকুলা খেয়াঘাটের যাওয়া প্রায় তিন কিমি রাস্তা। রাস্তার দুপাশে ও মাঝে মাঝে বিশাল বিশাল গর্ত। সংস্কারের নামে প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলছেন এলাকাবাসী। যার ফলাফল ভুগতে হচ্ছে এলাকার নিত্যযাত্রীদের। বিশেষ করে প্রসুতি ও অসুস্থ মানুষজন কে এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে গেলে বিপাকে পড়তে হচ্ছে।

উল্লেখ্য এতকিছু সমস্যার পর ও প্রশাসনের টনক নড়েনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ তৎকালীন ক্যানিং পশ্চিম এর বিধায়ক গোবিন্দ নস্কর গ্রামবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যাতায়াতের জন্য বদুকুলা গ্রামে পিয়ালী নদীর উপর পাকা সেতু করে দেবেন। কিন্তু পিয়ালী দিয়ে প্রচুর স্রোত বয়ে গেলে ও বদুকুলা গ্রামবাসীদের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী শ্যামল মন্ডলও আশ্বাস দিয়ে কোনও কাজ করেন নি বলে অভিযোগ বদুকলা গ্রামবাসীদের। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন বদুকুলার পিয়ালী নদীর উপর ব্রিজ তৈরির জন্য মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে।

অন্যদিকে ক্যানিং ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন কাঠের ব্রিজের ব্যাপার টা আমার জানানেই তবে হেড়োভাঙা থেকে বদুকুলা যাওয়ার রাস্তাটা অত্যন্ত খারাপ। বর্ষার পরই প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় রাস্তাটি তৈরি হবে।

বনদফতর ও টাইগার প্রজেক্টের অত্যাচারে সরব মৎস্যজীবীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের জঙ্গলনির্ভর মৎস্যজীবী ও মধু সংগ্রাহকদের উপর ব্যাঘ্র প্রকল্প ও বনদপ্তরের অন্যায় ও বেআইনি অত্যাচারের প্রতিবাদে সুন্দরবন মৎস্যজীবী যৌথ সংগ্রাম কমিটি দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবি ফোরাম এর

উদ্যোগে বুধবার দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলার ক্যানিংয়ে টাইগার প্রজেক্ট সদর দফতরের সামনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মৎস্যজীবী অবস্থান করেন। মস্যজীবীদের অভিযোগ মারধোর ও গালিগালাজ ,জাল,নৌকা,বিএলসি পারমিট বাজেয়াপ্ত করা,উপর্যুপরি জরিমানা,মাছ,কাঁকড়া নিয়ে নেওয়া,খাবারের জল,বরফ ফেলে দেওয়া,অত্যন্ত কম দামে বন দফতর কে মধু দিতে বাধ্য করাসহ নানান ধরনের অপকর্মের কোনও সীমা নেই।

উল্লেখ্য এই সব অত্যাচারের জন্য ২০০৬ সালের বনবাসী অধিকার আইন অনুযায়ী নদীতে মাছ ধরে বা জঙ্গল থেকে কাঠ, মধু,ঝিনুক,ফল,পাতা সংগ্রহ করে জীবিকা অর্জনের সম্পূর্ণ অধিকার আছে জঙ্গল নির্ভর মানুষের। অথচ দীর্ঘ প্রায় ১১ বছর পরও সুন্দরবনে এই আইন প্রয়োগ হয়নি। এছাড়া ও ২০০৬ সালের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সংশোধন আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সম্মতি না নিয়ে বনদপ্তর ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য মানুষের জীবন-জীবিকার উপর কোনপ্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারে না। অথচ ওরা তাই করছে শুধু নয় ,ব্যাঘ্র প্রকল্পের নিষিদ্ধ কোর এলাকার সীমা একতরফা ভাবে বাড়িয়ে চলেছে। সম্প্রতি সরকারি আধিকারিকরা মৎস্যজীবীদের সাথে কোনও আলোচনা না করে পশ্চিম সুন্দরবন অভয়ারণ্য ঘোষণা করে চুলকাটি-ধূলিভাসানি এলাকায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে। দেশের আইন অনুযায়ী জঙ্গল থেকে সংগৃহিত মধুর উপর বনদপ্তরের কোনও অধিকার নেই। তাসত্বে ও জোর পূর্বক কম দামে সেইসব সংগৃহিত মধু দিতে বাধ্য করছে। অথচ বাঘ কুমীরের আক্রমণে নিহত মৎস্যজীবীদের কয়েক হাজার অসহায় বিধবা পরিবার বনদপ্তরের কোনরকম ক্ষতিপূরণ না পেয়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তপশীলি জাতি ও জনজাতি অর্ন্তভুক্ত সুন্দরবনের ব্যাপক সংখ্যক মৎস্যজীবীর উপর বনদপ্তরের এই অন্যায় অবিচার তপশীলি জাতি ও জনজাতি(অত্যাচার নিরোধ)আইন,১৯৮৯ অনুসারে দন্ডনীয় অপরাধ।

আবার সম্প্রতি বনদপ্তর তাদের মেমো নং ৩৭৬ এফ ও আর/৩১২/এম আই সি/এফ ও আর /১৬ চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখ এক ফতোয়া জারি করে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে সমস্ত বসে যাওয়া বিএলসি এবং অমৎস্যজীবীদের দখলে আছে এমন চালু বিএলসি গুলি চিহ্নিত করে বাতিল করা হবে। এরপর এই দুই পদ্ধতিতে বাতিল হওয়া বিএলসি গুলি প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তবে তা শুধুমাত্র জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার জে-এফ-এম-সি(বন কমিটি)-র সদস্যদের দেওয়া হবে। আগামী দিনে সব চালু । বিএলসি একমাত্র জঙ্গল-সংলগ্ন এলাকার জেএফএমসি(বন কমিটি)র সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। এর জন্য পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সুপারিশ বাধ্যতা মূলক। যার ফল স্বরূপ বনদপ্তর সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকারকে বনদপ্তরের অনুগ্রহ পাওয়া জেএফএমসি সদস্যদের অধিকার হিসাবে স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে চলেছে এবং পঞ্চায়েত সভাপতির সুপারিশকে শর্ত করার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের পক্ষপাতিত্বের শিকার করা হচ্ছে। বনবাসী অধিকার আইন অনুযায়ী এসবই বেআইনি কার্যকলাপ বলে অভিযোগ তোলেন ওয়েষ্টবেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশার ম্যান অ্যাসোসিয়েশন এর সম্পাদক জয়কৃষ্ণ হালদার।

এছাড়া ও বনদপ্তরের অপকর্ম তুলে ধরে বলেন, অযৌক্তিক ও অন্যায় এই পদ্ধতির জন্য আজ ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকার একেকটি বিএলসি প্রতি মরসুমে ভাড়া খাটছে ৪০০০০ থেকে ৫০০০০ টাকায়,আর সংরক্ষিত বন এলাকায় ১০০০০থেকে ১৫০০০টাকায়। মৎস্যজীবীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কালোবাজারী করছে বনদপ্তর। এছাড়াও তারা দাবি তোলেন ১) বনদপ্তরের বিএলসি সংক্রান্ত কালো ফতোয়া বাতিল করতে হবে। ২)মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অন্যায় অত্যাচার ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। ৩)জঙ্গলনির্ভর মৎস্যজীবীদের সুন্দরবনের সমস্ত নদী খাঁড়িতে মাছ ধরার অধিকার মানতে হবে। ৪) সুন্দরবনে অবিলম্বে বনবাসী অধিকার আইন চালু করা। ৫) মৎস্যদপ্তর ও মস্যজীবী সংগঠনের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি জঙ্গলনির্ভর মৎস্যজীবীকে বোট লাইসেন্স ও পারমিট দেওয়া। ৬)সুন্দরবনের জল জঙ্গলে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সুন্দরবনের অধিবাসী বনবাসীদের অধিকার স্বীকার করা সহ ৭) মৎস্যজীবী ও মধুসংগ্রাহকদের উপর বাঘ কুমীরের আক্রমণ ঘটলে দুর্ঘটনার ২মাসের মধ্যে নিহত ও আহত মৎস্যজীবী ও মধুসংগ্রাহকদের বা তাঁর পরিবার কে ৫লক্ষ ও ২লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া। এদিন সমাবেশ শেষে বিশাল মিছিলের মাধ্যমে মাতলা রেঞ্জ অফিস ও টাইগার প্রজেক্ট অফিসে দাবি সমূহ ডেপুটেশান দেন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ওয়েষ্টবেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশার ম্যান এ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি প্রণব কর,সুন্দরবন মৎস্যজীবী যৌথ সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক গোবিন্দ দাস, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের মিলন দাস সহ বিশিষ্টরা। ।

হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের এসপি কার্যালয় এবং পুলিশ লাইনের উদ্বোধন

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি কামারকুন্ডুতে হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের এসপি কার্যালয় এবং পুলিশ লাইনের উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী অসীমা পাত্র, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, হুগলির সাংসদ রত্না দে

নাগ, উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, সিঙ্গুরের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হরিপালের বিধায়ক বেচারাম মান্না, জাঙ্গিপাড়ার বিধায়ক স্নেহাশীস চক্রবর্তী, গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার, জেলাশাসক সঞ্জয় বনশল, রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ করপুরকায়স্থ , বর্ধমান ডিভিশনের বিভাগীয় কমিশনার হরি রামালু, হাওড়া কমিশনারেটের কমিশনার ডিপি সিং, চন্দননগর কমিশনারেটের কমিশনার পীযুষ পান্ডে, হুগলি জেলা পুলিশ সুপার সুকেশ জৈন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার্স) ঈশানী পাল প্রমুখ। এই নবনির্মিত হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের এসপি কার্যালয় এবং পুলিশ লাইনের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ করপুরকায়স্থ ।

জেলার মোট ১৭ টি থানা নিয়ে এই জেলা গ্রামীণ পুলিশ গঠিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গত ১ জুন তারকেশ্বরের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতো হুগলি জেলা পুলিশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হল চন্দননগর কমিশনারেট ও অন্যটি হল হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ। এর পাশাপাশি সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি প্রসারের লক্ষ্যে তিনটি ট্যাবলোর সূচনা হয়। ট্যাবলো প্রকাশের পাশাপাশি ভালো কাজের জন্য সিভিক ভলান্টিয়ার খোকন খান, শোভন ঘোষকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান সূত্রে জানা যায় বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ক্লাবের সামনে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে কর্মসূচি প্রচার করা হয়েছে।

এই বিষয়ে প্রায় ১৫০টি অনুষ্ঠান করে প্রায় ৩২০ টি ক্লাব ও প্রায় ১৪,০০০ মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। নারীদের সম্মান রক্ষা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়েছে। আরবান এলাকার দায়িত্ব চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারেটের ওপর এবং গ্রামীণ এলাকার দায়িত্ব থাকবে গ্রামীণ জেলাপুলিশের এসপি কার্যালয়ের ওপর।

প্রশাসন হাত গুটিয়ে, ছোট ইলিশের রমরমা বাজার

মেহেবুব গাজী, কাকদ্বীপ: বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। আইন আছে কিন্তু প্রয়োগ করতে দ্বিধা রাজ্য মৎস্য দপ্তর ও পুলিশের। ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে দেদার বিকোচ্ছে ছোট ইলিশ।

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ভালই ইলিশ মিলছে। তবে সেই ইলিশের ওজন গড়ে দেড়শো গ্রাম থেকে তিনশো গ্রামের মধ্যে। পাঁচশো গ্রামের ওপরের ইলিশ নেই বললেই চলে। সরকারিভাবে পাঁচশো গ্রামের কম ওজনের ইলিশ ধরা ও বিক্রি আইনত অপরাধ হলেও গত কয়েকদিন ধরে নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি জুড়ে ছোট ইলিশ (পিল ইলিশ) দেদার ধরা পড়ছে। সেই ইলিশ আবার পাইকারি বাজারে বিক্রির জন্য চলে আসছে কাকদ্বীপ, নিশ্চিন্তপুর বা ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজারের মতো বড় আড়তে।

গত দশ বছরের রেকর্ড ইলিশ মিলেছে। চারাপোনার দামে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মিলেছে ইলিশ। পরে আবহাওয়ার পরিবর্তন-এর পর থেকে ইলিশের আকাল পড়েছে। তবে এরই মাঝে চলতি মাসে থেকে ইলিশ মিলছে তবে যার সাইজ ১৫০ থেকে ২০০ গ্রামের নিচে। কিন্তু সরকারি ভাবে ৫০০ গ্রামের নিচে ইলিশ ধরা ও বিক্রি করা আইনত অপরাধ।

আইন থাকলে মৎস্য দপ্তর ও পুলিশ ছোট ইলিশ ধরা ও বিক্রির ওপর কোনও নজরদারি না চালানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মৎস্যজীবীদের ইউনিয়নও। কাকদ্বীপ সামুদ্রিক মৎস্যজীবী ইউনিয়নের নেতা বিজন মাইতি বলেন, কয়েকটি ছোট ট্রলার ছোট ইলিশ ধরা শুরু করে। পরে অন্যান্য ট্রলারও ছোট ইলিশ ধরছে। ছোট ফাঁসের জালও দেদার বিক্রি হচ্ছে। আইন থাকলেও মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকদের কোনও তাপ উত্তাপ নেই। আমরা চাই অবিলম্বে ছোট ইলিশ বন্ধ করা হোক। প্রয়োজনে পুলিশ ও মৎস্য আধিকারিকরা কড়া মনোভাব দেখাক।' দক্ষিণ ২৪ পরগনার সহ মৎস্য অধিকর্তা (ডায়মন্ড হারবার, সামুদ্রিক) সুরজিত বাগ বলেন, আমাদের কাছে খবর এসেছে। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ছোট ইলিশ বন্ধে ব্যবস্থা নিতে। ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে।'

দেশে ও রাজ্যে আইন করে

পাঁচশ গ্রাম বা ২৩ সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের ধরা ও বিক্রি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাজ্য মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে পোস্টার সাঁটিয়ে ও মাইক দিয়ে প্রচারও করা হয়। মৎস্যজীবীদের সতেচন করতে মৎস্য দপ্তর সারা বছর প্রচার চালায়। কিন্তু তারপরেও ছোট ইলিশ ধরা বা বিক্রি বন্ধ করা যায়নি। আইনত ৯০ মিলি মিটারের কম ফাঁসের জাল ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ। কিন্তু অনেক মৎস্যজীবী ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার করছেন। ব। ট্রলারের মৎস্যজীবীদের তুলনায় ছোট ট্রলারের মৎস্যজীবীদের মধ্যে ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। সপ্তাহখানেক আগে থেকে মূলত বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, রায়দিঘি, নামখানার মৎস্যজীবীদের জালে প্রচুর পরিমাণে ছোট ইলিশ ধরা পড়েছে। আবার সেই ইলিশ প্রকাশ্যে রাস্তায় ঢেলে বাছাই চলছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৪ অক্টোবর – ২০ অক্টোবর , ২০১৭

বাংলার রাজনীতির ত্রিফলা ব্রিগেড

বাংলার রাজনীতি এখন দারুণভাবে আবর্তিত হচ্ছে মুকুল–ঋতব্রত–কুণালকে ঘিরে। এই ত্রয়ীকে ঘিরে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে গণমাধ্যমগুলিতে। এর মধ্যে মুকুল পর্ব যত না নাটকীয় তার চেয়ে কোনও অংশে কম যাচ্ছে না ঋতব্রত ও কুণালকে নিয়ে উদ্দীপনা। এই কিছুদিন আগেও যে বাম নেতারা ঋতব্রতর বক্তব্য, তাঁর নেতৃত্ব প্রদানের কাজকারবারে উল্লসিত হতেন, তাঁরাই এখন রাতদিন এই তরুণ নেতার ছিছিকারে ব্যস্ত। ঘটনা হল, এতদিন কী আপনারা জানতেন না ঋতব্রতর কুকীর্তির কথা? না দিল্লির ইংরেজি জানা কমরেডদের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দেওয়ার একজন এসে গিয়েছে বলে গর্ব বোধ করতেন। যেই নেতাদের স্বার্থে আঘাত পড়ল তেমনি দেখা গেল 'লালবাবু'রা একেবারে রে রে করে উঠতে শুরু করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে।

অদ্ভুতভাবে ঋতব্রত ইস্যুতে সিপিএম ও তৃণমূলের বিরোধিতা এক সরণিতে এসে পড়েছে। প্রথম দিকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল ঋতব্রতর প্রতি বেশ নরম ছিল। অথচ যোজনা কমিশনের দফতরের সামনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে অপদস্থ করার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিল এই ঋতব্রতই। তৎকালীন শাগরেদ আরও এক ছাত্র নেতা শতরূপকে নিয়ে সিপিএমের দিল্লি ইউনিটের সহযোগিতায় যে কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন তাঁরা তাতে পুরো রাজ্যের বদনাম হয়েছিল। তাও ঋতব্রতর সিপিএম তথা সেলিম বিরোধিতায় বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল তৃণমূল নেতাদের। ভাবখানা এমন ঋতব্রত সামান্য একটু ইচ্ছা পোষণ করলেই তাঁকে নিয়ে নেওয়া হবে দলে। তাছাড়া রেজ্জাক মোল্লা, উদয়ন গুহদের যাঁরা জায়গা দিতে পারে তাঁরা তো ঋতব্রতর হয়ে সওয়াল করবেই।

কারণ তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আর যাই হোক ঋতব্রতর তো পেটে যথেষ্টই বিদ্যেবুদ্ধি রয়েছে। কিন্তু সেই ঋতব্রতই যখন ঘরশত্রু মুকুলের সঙ্গে ঘনঘন বৈঠক শুরু করল, বিজেপির উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হল তখনই পালটে গেল ঘাসফুলের মনোভাব। বস্তুত এই মুহূর্তে ঋতব্রতর বিরুদ্ধে রাজ্য একরকম সিআইডিকে লেলিয়েই দিয়েছেন বলা চলে। এক মহিলার সঙ্গে সহবাসের মতো গুরুতর অভিযোগ লাগু হয়েছে এই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে। প্রশ্ন হল এখন যে মহিলা এত তর্জন গর্জন করছিলেন এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন?

যেই ঋতব্রতর রাজনৈতিক জীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল তখন তিনি অন্য সুর গাইতে শুরু করলেন। অপরদিকে বাংলার রাজনীতিতে তথা শাসক দল তৃণমূলের অঙ্গনে ভেসে ওঠার জন্য ফের মুখর হতে দেখা যাচ্ছে সাংসদ–সাংবাদিক কুণাল ঘোষকে। তৃণমূল মুখপাত্র পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ে বেশ কয়েক গুণ বেশি পারদ চড়াচ্ছেন তিনি মুকুল বিরোধিতায়। এসবই নাটক নাকি অন্য সমীকরণের ইঙ্গিত সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্যবাসী।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

অতএব আমাদের শরীরও এই উদ্দেশ্যে সমর্পিত হউক–এই বলিয়া তাহারাও সকলে মিলিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিল। ওই তিন ব্যক্তি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলেন,কিন্তু পাখিগুলিকে খাইতে পারিলেন না। কোনরূপে তাঁহারা অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে রাজা ও সন্ন্যাসী সেই রাজকন্যাকে পথ দেখাইয়া দিলেন, এবং তিনি তাঁহার পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

তখন সনন্যাসী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন, দেখিলেন তো নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। যদি সংসারে থাকিতে চান, তবে ওই পাখিদের মতো প্রতিমুহূর্তে পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। আর যদি সংসার ত্যাগ করিতে চান,

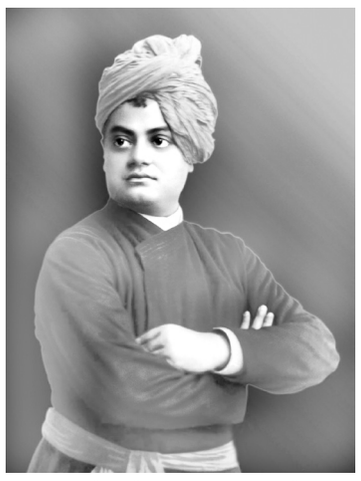

তবে ঐ যুবকের মতো হউন, যাহার পক্ষে পরমাসুন্দরী যুবতী ও রাজ্য অতি তুচ্ছ মনে হইয়াছিল। যদি গৃহস্থ হইতে চান, তবে আপনার জীবন সর্বদা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকুন। আর যদি আপনি ত্যাগের জীবনই বাছিয়া লন, তবে সৌন্দর্য ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিবেন না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বড়,কিন্তু একজনের যাহা কর্তব্য, তাহা অপরজনের কর্তব্য নয়।'

কর্মরহস্য

শরীরগত অভাব পূরণ করিয়া অপরকে সাহায্য করা মহৎ কর্ম বটে, কিন্তু অভাব যত অধিক এবং সাহায্য যত সুদূরপ্রসারী, উপকারও তত মহত্তর। যদি এক ঘণ্টার জন্য কোন ব্যক্তির অভাব দূর করিতে পারা যায়, অবশ্যই তাহার উপকার করা হইল, যদি এক বৎসরের জন্য তাহার অভাব দূর করিতে পারা যায়, তবে তাহা অধিকতর উপকার, আর যদি চিরকালের জন্য অভাব দূর করিতে পারা যায়।

ফেসবুক বার্তা

গররুর গাড়িতে আসীয়ান জগৎজননী মা সারদা।

'শিরোনাম মুকুল' – জনস্বার্থ শূন্য অর্থহীন মিডিয়া ফোবিয়া ছাড়া কিছু নয়

নির্মল গোস্বামী

আবার মুকুল রায় খবরের শিরোনামে। তিনি কী করছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে দেখা করছেন, তিনি কী বলছেন, তাঁর সম্বন্ধে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় কী বলছেন এই নিয়ে সরগরম বাঙলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। মুকুল রায়ের ভবিষ্যত পরিকল্পনার হদিশ পেতে সাংবাদিকরা সব যেন মুখিয়ে আছেন। কে আগে মুকুলের নির্ভুল ভবিষ্যত পরিকল্পনার হদিশ জানতে পারে তার জন্য যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে মিডিয়া হাউসে। তিনি বিজেপির কোন কোন কেন্দ্রীয় নেতার সঙ্গে দেখা করছেন তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিদিন।

এইসব খবর দেখে শুনে মনে হচ্ছে তিনি কত বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যেন মুকুল রায়ের ভবিষ্যত রাজনীতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীর অনেক কিছু জড়িত। মুকুল রায় বিজেপিতে গেলে কিংবা নতুন দল খুললে তাতে বঙ্গবাসীর জীবন যন্ত্রণার কতটা সুরাহা হবে? পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের খরা কেটে গিয়ে কি নতুন নতুন শিল্পের বান ডাকবে? লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতী আজ দিশা হীন হতাশাগ্রস্ত। চাকরি না পেয়ে তারা আত্মহত্যা করছে। মুকুল রায় বিজেপিতে যোগ দিলেই ওই সব কোটি বেকারের জীবনে অন্ধকার সব দূর হয়ে যাবে? পশ্চিমবঙ্গে মুকুল রায়ের পূর্বতন দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ 'তোলা' তোলা। সিন্ডিকেট রাজ সে সব কি বন্ধ হয়ে যাবে না তো? শিক্ষা ক্ষেত্রে অশান্তি, কলেজ নির্বাচনে বোমা গুলি বহিরাগতদের তান্ডব এসব বন্ধ হয়ে শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ ছাত্র–শিক্ষক সুস্থ সম্পর্ক পুনরায় ফিরে আসবে তো? ছাত্র ভর্তিতে তোলার দাপট কমবে তো? শাসক দলের আর এক নতুন ধারা হল পুলিশ পেটানো। মুকুল রায়ের দল বদলের ফলে আর কোনও পুলিশ অফিসারকে টেবিলের তলায় ফাইল মাথায় দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে না তো? পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা বিধানসভার ভোটের কথা বাদ দিয়েও পুরসভা বা সমবায়ের নির্বাচনেও বোমা পিস্তল গুলির লড়াই, প্রাণহানি এসব দেখতে দেখতে ক্লান্ত বাঙালি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এক যুগ আগে এসব বর্জন করে গণতন্ত্রের মর্যাদা দিয়ে রক্তপাতহীন ভোট করায় সেখানে বঙ্গবাসীর মুখে চুনকালি মাখাতে সবদল বিশেষ করে শাসক দল যেন আদা–জল খেয়ে পণ করেছে— যে গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করবেই করবে। সে কারণ থাকুক আর নাই থাকুক। এই যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর লজ্জা এই লজ্জার হাত থেকে মুকুল রায় কী রেহাই দিতে পারবে বঙ্গবাসীকে?

আমার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর যে 'না' হবে, তা বাচ্ছা ছেলেরাও বলতে পারে। এই কথা জোর দিয়ে বলছি কারণ মুকুল রায় আমার পছন্দের নেতা নয়, তা কিন্তু নয়। আম বাঙালির বাস্তব অভিজ্ঞতা এই কথাই বলছে। তৃণমূল সরকারের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকাটাই স্বাভাবিক। উপরন্তু তিনি কিন্তু কোন দিন কোনও কাজের বিপক্ষে একটিও প্রতিবাদ করেন নি।

তিনি এতোদিন পর্যন্ত যে দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সেই দলের কোনও অগণতান্ত্রিক অসংবিধানিক কাজকে যখন এতোটুকু প্রভাবিত করতে পারেন নি তাহলে নতুন দলে এসে তিনি যে কিছুই করতে পারবে

না, তা গণিতের সূত্রের মতো স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ফলে রাজনীতিক মুকুল রায় বাঙালিকে নতুন কিছুই দিতে পারবে না। তাই সত্য সত্যই কোনও বাঙালি মুকুলের পথ চেয়ে বসে নেই। তাই মুকুলের ভবিষ্যত নিয়ে বর্তমান রাজনীতিও ভাবিত নয়। সবটাই মিডিয়ার অন্তঃসার শূন্য প্রচার।

রাজনীতিতে তিনি কতটুকু সৎ সেই প্রশ্ন বিচারে বসলে দেখা যায় তৃণমূল যত সব কুকীর্তির কথা বাইরে প্রকাশ পেয়েছে তার সবকটার মূলে আছে মুকুল রায়। চিট ফান্ড কোম্পানিদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগাযোগের সূত্র মুকুলের হাত ধরেই। সারদা, রোজভ্যালি কর্তাদের সঙ্গে ডেলোর বাংলোয় মিটিংয়ের ব্যবস্থাও মুকুলের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০১১এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমস্ত প্রার্থীদের যে দশ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল তা তৃণমূল ভবন থেকে মুকুল রায় নিজ হাতে বিলি করেছিল। এই বিপুল পরিমাণের টাকার উৎসটাও মুকুল রায়ের জানা এবং সেটা যে বৈধপথে পার্টির আয় নয় তাও জানা। সবটাই গরিব মানুষদের ভাঁওতা দেওয়া চিটফান্ডের টাকা। খবরে এও প্রকাশ যে সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন গা ঢাকা দেওয়ার আগে সেবিকে যে চিঠি লিখেছিল তাও মুকুল রায়ের ড্রাফট করা এবং শোনা যায় কিছু টাকা মুকুলের কাছে রেখে গিয়েছিল সুদীপ্ত সেন, যাতে প্রয়োজন মতো দরকার হলে তা তাকে পাঠিয়ে দিতে পারে মুকুল রায়। যিনি জেনে বুঝে বাংলার কোটি কোটি সাধারণ খেটে খাওয়া গরিব মানুষের পয়সা আত্মসাৎকারীকে সাহায্য করে, যিনি সেই পয়সায় পার্টিকে ভোটে জেতাতে অকুণ্ঠ চিত্তে ব্যয় করেন। তিনি বাংলার মানুষের ভালো করবে একথা শুনলে ''ঘোড়ায় হাসব কর্তা''। সারদার পর নারদ কাণ্ডের দিকে সামান্য হলে নজর না দিয়ে পারা যায় না।

তৃণমূল সরকারের অন্য অনেক দোষের মধ্যে অন্যতম হল যে, তৃণমূল সরকার ও দলের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ভেদ রেখা থাকাটা সমীচীন গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তা তারা মানতে চাননি। দল আর সরকারকে তারা একাকার করে রাজ্য চালাচ্ছে। মুকুল রায় সেই কাজে কতটা দক্ষ ছিলেন তা নারদ স্টিং অপারেশানের থেকে জানতে পারি। উনি নিজে টাকা না নিয়ে একজন আইপিএস অফিসারকে দিতে বলেন। মির্জা সাহেব হল সেই অফিসার যিনি মুকুল রায়ের কথায় তৃণমূলের হয়ে তোলার টাকা বা ঘুষের টাকা জমা করেন। এমন অভূত ব্যবস্থা মুকুল রায় ছাড়া আর কেউ করতে পারেনি আজ পর্যন্ত। এই লোকটি পুলিশ প্রশাসনকে নিজের তাঁবেদার বানিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনকে হাস্যপদে পরিণত করেছিলেন। পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকাকে মুছে দিতে চেয়েছিল কার স্বার্থে? জনগণের উপকারের জন্য নিশ্চয়ই নয়। তাহলে সেই মুকুলের রাজনীতিতে পুনর্জীবন লাভে আমজনতার কতটা লাভ হবে?

কোনও নীতিগত প্রশ্নে দলের সাথে মুকুল রায়ের বিরোধ হয় নি। বাংলার উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে কিংবা বেকারদের চাকরির সংস্থান নিয়ে, কিংবা জিনিসপত্রের দাম কমানো নিয়ে মমতার সঙ্গে তার মতভেদ আছে বলে শোনা যায় নি। যদি আলাদা মত ও পথের প্রশ্নে বিরোধ হত তবে মানুষ মুকুলকে রাজনীতিবিদ হিসাবে মান্যতা দিত। কিন্তু সে সব কিছুই নয়। একজন দলের সাধারণ সম্পাদককে এক কথায় দল থেকে বের করে দিতে পারে তখনই দল জানে যে তার কোনও ক্ষমতা নেই দল ভাঙবার। তৃণমূল তাই মুকুলকে ছেঁটে ফেলেছে। তিনি বাইরে এসে কেন দল ছাড়লেন তাও ব্যাখ্যা করেননি। তার রাজনীতি নিতান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্য কোন দলে গিয়ে রাজনীতি করে কম্মে খাওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। দেশ, জনগণের কোনও স্বার্থ জড়িত নেই।

মুকুল রায় যদি তৃণমূলকে ভাঙতে না পারে, তাহলে অন্য দলে সংগঠন গড়তেও পারবে না। তিনি এখন বাতিল রেসের ঘোড়া, দে দলে যাবে তাদের বোঝা হয়েও থাকবে। ফলে তাকে নিয়ে মিডিয়া উন্মাদনা অর্থহীন নিরর্থক, সময় ও মেধার অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বভাব পাল্টানোই পরিচ্ছন্ন ভারত অভিযানের অগ্রাধিকার হোক

কে.ভি.ভেঙ্কটসুব্রহ্মনিয়ম

৩ বছর আগে পর্যন্ত সারা দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে, গ্রামীণ সাধারণ মানুষ এবং অনেক শহুরে মানুষও প্রতিদিনসকালের নিত্যকর্ম সারা নিয়ে বেপরোয়া ছিলেন। বিশেষ করে যেকোনো খোলা জায়গায় হালকা হয়ে যেতে পারলেই হলো। তাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি এধরনের কাজের ফলে উদ্ভূত রোগ বালাই সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র উদ্বেগ দেখা যেত না মা–বাবারা নিজেদের সন্তানদের পর্যন্ত অবলীলায় ভয়ানক বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলেন।

২রা অক্টোবর,২০১৯–এর মধ্যে(গান্ধিজীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে) সার্বিক স্বাস্থ্যবিধানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বান পরবর্তী সময়ে মানুষের নিত্য–নৈমিত্তিক অভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এই সময়ে বহু শতাব্দী ধরে খোলা জায়গায় প্রাকৃতিক কাজ সারার স্বভাবে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় লাগাম টেনে ধরা সম্ভব হয়েছে।

সার্বিক স্বাস্থ্যবিধানের বিষয়টি ভারতের বিকাশ কর্মসূচিতে শীর্ষ স্থান দখল করে রেখেছে। ২০১৪ পর্যন্ত দেশের মাত্র ৩৯ শতাংশ সাধারণ মানুষের কাছেই নিরাপদ পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাপনা সহজলভ্য ছিল।আজ পরিচ্ছন্ন ভারত অভিযান(এসবিএম)এর তিন বছর পূর্তির পর গোটা দেশে পাঁচটি রাজ্য, প্রায় ২০০টি জেলা এবং ২.৪ লক্ষ গ্রামের বাসিন্দা নিজেদের উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বিহীন(ওডিএফ)বলে ঘোষণা করতে পেরেছেন। এছাড়া, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রশ্নে দেশের ১.৫লক্ষ গ্রাম নিজেদের পরিচ্ছন্নতার মানগত তালিকায় নাম নথিভুক্তি নিশ্চিত করেছে।

উন্নততর পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্যবিধানগত ব্যবস্থাপনার কারণে ঘরোয়া সাশ্রয়ের মাত্রাও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে গেছে। ইউনিসেফের সাম্প্রতিক অতীতের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে এসবিএম–এ প্রতি টাকা বিনিয়োগের ফলে গড়পরতা সাশ্রয় হয়েছে ৪.৩ শতাংশ। সুবিধার আনুপাতিক হার দেখা যাচ্ছে প্রায় ৪৩০ শতাংশ সমীক্ষায় একদিকে পারিবারিক ও সরকারি খরচ এবং অন্যদিকে উন্নততর স্বাস্থ্যবিধানগত ব্যবস্থার কারণে আর্থিক সাশ্রয়ের হিসেব পাওয়া যায়।এতে সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার বেশিরভাগই ছিল গরিব অংশের।

এছাড়া, পাকা নিরাপদ

শৌচাগার নির্মাণে বিনিয়োগকারী সম্পূর্ণভাবে ওডিএফ গোষ্ঠীভুক্ত গড়পরতা পরিবার প্রতি বছর প্রায় ৫০,০০০ টাকা সাশ্রয় করে থাকে। এর মধ্যে চিকিৎসার খরচ ও মৃত্যুহারের বিষয়ের পাশাপাশি সময় সাশ্রয়ের বিষয়ও হিসেব করা হয়েছে। ১২টি রাজ্যে বাছাই করা ১০ হাজার গ্রামীণ পরিবারে সমীক্ষা চালিয়ে জানা গেছে, ৮৫ শতাংশ পরিবারের সদস্য নিজেদের পাকা শৌচালয় ব্যবহার করে থাকেন। পারিবারিক পর্যায়ে পরিচ্ছন্নতার আর্থিক প্রভাব যাচাই করার লক্ষ্যেই মূলতঃ এই সমীক্ষাটি করা হয়েছিল। শৌচকর্মের বাধ্যবাধকতায় জীবনযাপনে বাধ্য ছিলেন এবং এজন্য তাঁদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং মর্যাদাগত সমস্যায় নানারকম মানসিক নিপীড়নের শিকারও হতে হতো।

উপযুক্ত পরিচ্ছন্নতার সুবিধাসমূহের অভাবে দেশের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচ বেড়ে যায়। এর ফলে দেশের জিডিপিতেও ৬ শতাংশ হারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে। এই সংক্রান্ত গবেষণায় শৌচালয় এবং অপুষ্টির মত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। শৌচালয়ের অভাবজনিত কারণে দূষিত জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রকের সচিব পরমেশ্বরণ আইয়ার জানিয়েছেন, ভারতীয় গুণবত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে আলাদাভাবে ১,৪০,০০০ পরিবারে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে,বাড়িতে পাকা শৌচালয় থাকলে তা ৯১ শতাংশ আবাসিক সদস্যই ব্যবহার করে থাকেন।

সুলভ ও নিরাপদ শৌচালয়ের কারণে গ্রামীণ জীবনমানে ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। বিশেষভাবে সেই মহিলাদের জীবনে নিরাপত্তা এসেছে, যাঁরা রাতের অন্ধকারে উন্মুক্ত জায়গায় গ্রামীণ এলাকার জনগণ,যাঁদের শৌচালয়ের অভাবের মতো প্রাথমিক সমস্যা বিশেষ কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে সমাধানসূত্র পাওয়া যেতে পারে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনযোগ নিবদ্ধ রেখে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের মত বহু শতাব্দীব্যাপী গভীরভাবে আমাদের স্বভাবের সঙ্গে জুড়ে থাকা কু–অভ্যাসের কবল থেকে বের করে আনতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। পরিচ্ছন্ন ভারত অভিযানের মূল ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সারা দেশে স্বাস্থ্যবিধানের নিশ্চয়তার মাধ্যমে পরিবেশে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জীবনে নানারকম সংক্রামক রোগের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে থাকে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার কুপ্রভাবে ১০,০০০–এর মতো শিশু জলবাহিত ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ভারতের প্রায় ৪০ শতাংশ শিশুই শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্ভোগের শিকার।

ভারত সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, জনসাধারণের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন নিয়ে আসা। বিশেষ করে স্বভাবগত পরিবর্তনে বেশ কিছু পারস্পরিক কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে।

ওয়াশ(জল,পরিচ্ছন্নতা,সাফ–সাফাই),ইউনিসেফ ইন্ডিয়ার প্রধান নিকোলাস অসবার্ট জানিয়েছেন, হাজার হাজার শৌচালয় নির্মাণের মাধ্যমে প্রকৃতই দেশে শৌচালয় ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যাপক স্বভাব পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।'

এই অভিযানকে শক্তিশালী চেহারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ভারত সরকার পরিচ্ছন্নতাই সেবা'–র মতো বেশ কিছু কর্মসূচি পক্ষকালব্যাপী অভিযানের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর আওতায় শৌচাগার, বাসস্ট্যান্ড, সিনেমাহল,রেলস্টেশন, জনসমাবেশের স্থান এবং আরো অন্যান্য জায়গা পরিচ্ছন্নকরণের এই অভিযানের পরিসমাপ্তির দিন ২ রা অক্টোবর।

শহর এলাকাসমূহে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মবিহীনতার বর্তমান অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসের পাশাপাশি মাটি ও নদীসমূহের ক্ষতি না করে শহরের নিরাপদ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যেও কাজের অগ্রগতি হচ্ছে। প্রতিদিন ভারতে প্রায় ১.৭ মিলিয়ন টন মানুষের প্রাতঃকৃত্যজনিত বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এর প্রায় ৭৮ শতাংশের ঠিকঠাক ব্যবস্থাপনার অভাবে নদী,জলাশয় বা অন্য ভূপৃষ্ঠস্থ জলের উৎসমূহে ফেলা হয়। এর ফলে বিপদজনক ব্যাকটেরিয়া এবং অন্য রোগজীবাণু সৃষ্টি হয়। সেগুলি মারাত্মকভাবে রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি বহন করে। জনসাধারণের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রশ্নে তা ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে।

পাহাড়ি, খরাপ্রবণ, বন্যাপ্রবণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই, পরিবেশবান্ধব এবং কম খরচের শৌচাগার নির্মাণের উদ্ভাবনী কৌশলকে কাজে লাগানোর জন্য যুব অংশের পাশাপাশি অন্য সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। শৌচালয় ব্যবহার ও দেখভালের জন্য কারিগরী সমাধান এবং স্বভাবগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কাজ এগোচ্ছে। স্কুল ও অন্যান্য স্থানে উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে শৌচালয় নির্মাণ ও দেখভালের ব্যাপারে তাঁদের কাছে প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে।

আগেকার অন্য লম্বা সময় ধরে চলা প্রকল্পগুলির স্বাভাবিক ধারাপথ ছেড়ে এতে সূর্যাস্তের পর উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বিহীন ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্রুত প্রকল্প রূপায়ণের ধারায় ১২ লক্ষ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এক কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নে মানুষের স্বভাবগত পরিবর্তন আনা, স্বাস্থ্যবিধানের বিষয়কে গ্রাম প্রধান থেকে জেলা সমাহর্তা, সাংসদ––সবার মাথা ঘামানোর বিষয় করে তুলতে প্রয়াস জারি আছে। এই অভিযান নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় থাকছেন, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, জেলাশাসক, গ্রাম প্রধানরা।

পরিচ্ছন্নতায় আগ্রহীদের রীতিমত সক্রিয় বাহিনী তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় পথ নাটকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির প্রয়াসও উজ্জীবিত ধারায় এগিয়ে চলেছে।

উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের বিপদ প্রসঙ্গে স্বভাবগত পরিবর্তন আনার প্রয়াসে আরও শক্তি যোগাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জনপ্রিয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা নানা মাধ্যমে প্রচারও করা হচ্ছে।

**নিবন্ধের লেখক ছাপা, অনলাইন, বেতার এবং দূরদর্শনে একজন স্বাধীন সাংবাদিক ও কলাম লেখক হিসেবে কাজে চার দশকের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ।মূলতঃ তিনি বিজ্ঞান এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে লেখালিখি করেন।

**এই নিবন্ধে প্রকাশিত অভিমত সম্পূর্ণভাবে লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত।

বীরভূম

স্টিয়ারিং কেটে বাস হাটে, জখম ২

অভীক মিত্র : স্টিয়ারিং কেটে গ্রামীণ হাটে ঢুকে পড়ল একটি বেসরকারি বাস। জখম হয়ে দুজন সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ৪ অক্টোবর বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ বীরভূম জেলার চিনপাই হাটতলার কাছে লোকপুর থেকে সিউড়িগামী একটি বেসরকারি বাসের স্টিয়ারিং কেটে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরবাইককে ধাক্কা মেরে গ্রামীণ হাটের অভিমুখে এগিয়ে থেমে যায়। ২ জন জখম হয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার হওয়ার জন্য চিনপাই গ্রামে বসেছিল গ্রামীণ হাট। চালক, কন্ডাক্টর পালিয়ে যায়। গোটা ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বীরভূমে আত্মঘাতী ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় আত্মঘাতী হল ২ জন। রামনামপুর গ্রামে প্রেমে প্রতারিত হয়ে আত্মহত্যা করল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী আয়েশা পারভিন। রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে আয়েশার বাবা রহমত আলি। চাতুড়ি গ্রামের মেধাবী ছাত্র সুমন রায় কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করে। এইবছর উচ্চমাধ্যমিকে ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছিলো সুমন। বীরভূম জেলায় বাড়ছে আত্মহত্যার মতো ঘটনা।

কানাইপুরে রেশন বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেরোসিন তেল কম দেওয়াকে কেন্দ্র করে রেশন বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বীরভূম জেলার মাড়গ্রাম থানার কানাইপুর গ্রাম। কানাইপুর, সুরফুলা, অনন্তপুর গ্রামের বাসিন্দারা রেশন নেয় কানাইপুর গ্রামের রেশন ডিলার আব্দুল হাকিমের কাছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রেশনে বরাদ্দের চেয়ে গ্রাহকদের কম মাল দিত রেশন ডিলার। ৭ অক্টোবর বিকালে কেরোসিন কম দেওয়ার প্রতিবাদ করায় একজন রেশন গ্রাহককে মারতে যায় রেশন ডিলার আব্দুল হাকিমের পরিবার বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এরপরেই রেশন ডিলারের বাড়িতে চড়াও হয় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। রেশন দোকান, গোডাউন সিল করে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত রেশন ডিলারের বাড়ির সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সর্পাঘাতে মৃত ২, আশঙ্কাজনক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় সাপের কামড়ে মারা গেল দুইজন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন একজন। ৪ অক্টোবর মাটিতে বিছানায় শুয়ে থাকার সময় সাপে কামড়ায় দিদি এবং ভাইকে। মোস্তফাডাঙাপাড়া গ্রামের উত্তরপাড়ার ঘটনা। লোহাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে ভাইকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। মৃতের নাম রোহিত মাল (৬)। সাত বছরের দিদি মঙ্গলি মাল আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ৪ অক্টোবর সাপে কামড়ানোর পর ৫ অক্টোবর বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় মহম্মদ মল্লিক নামে এক ব্যক্তি। নানুর থানার প্যাঙ্গা গ্রামে মৃতের বাড়ি।

জাতীয় সড়ক অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাহাড়ে বিধায়ক তথা দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে হেনস্থা ও বিজেপি কর্মীদের মারধরের প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো বীরভূম জেলার বিজেপি নেতৃত্ব। ৬ অক্টোবর শুক্রবার রামপুরহাট শহর বিজেপি কার্যালয় থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে রামপুরহাট শহর পরিক্রমা করে রামপুরহাট লোটাস প্রেস মোড়ে ৬০ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন যুবমোর্চার সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ সাহু, রামপুরহাট শহর বিজেপি সভাপতি শান্তনু মন্ডল, ধ্রুব সাহা সহ বিজেপি নেতৃত্ব। সিউড়ি সার্কিট অফিস থেকে মিছিল শুরু হয়ে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে মিছিল শেষ হয় বিজেপির। পথ অবরোধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বির্তকিত মন্তব্য করেন বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়। সিউড়ি থানায় বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়, বিজেপি নেতা কালোসোনা মন্ডল সহ অন্যদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সিউড়ি শহর তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ মজুমদার। বোলপুরে মিছিল এবং পথ অবরোধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

পদযাত্রা সফল করতে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম অফ মাস অর্গানাইজেশন লড়াই করছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফেরানোর জন্য। সারা বাংলা জুড়ে ১৭ দফা দাবিতে পদযাত্রা হবে আগামী ২২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। ১১৩টি গণসংগঠনের মঞ্চ বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম অফ মাস অর্গানাইজেশন। ৩ নভেম্বর পদযাত্রা শেষে কলকাতায় সমাবেশ হবে। পদযাত্রাকে সফল করতে আলোচনা সভা হয়ে গেল রামপুরহাটের লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবনে। উপস্থিত ছিলেন শ্যামল চক্রবর্তী, শ্রীমন্ত মুখার্জী, অপূর্ব মন্ডল, সঞ্জীব বর্মন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

নির্বিঘ্নে বির্সজন ও মহরম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল দুর্গাপ্রতিমা বির্সজন এবং মহরম। রামপুরহাট শহরবাসী ও গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আসা মানুষজন পাঁচমাথা মোড়ে মহরম ও দুর্গাপুজোর প্রতিমা বির্সজনের শোভাযাত্রার আনন্দ উপভোগ করেছেন। প্রশাসনিক সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য ৬ অক্টোবর রামপুরহাট ফুটপাত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি আইএনটিইউসি –র পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত মহকুমাশাসক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তপন কুমার ঘোষালের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হয়। সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি বরকতউল্লা এবং সম্পাদক শাহাজাদ হোসেন।

তারা মায়ের আবির্ভাব তিথি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ অক্টোবর, বুধবার তারা মায়ের আর্বিভাব তিথি উপলক্ষ্যে ভক্তের ঢল নামল বীরভূম জেলার তারাপীঠে। কোজাগরী পূর্ণিমার আগের দিন শুক্লা চতুর্দশী তারা মায়ের আবির্ভাব তিথি। কথিত আছে, পাল রাজত্বের সময় শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে স্বপ্নাদেশ পেয়ে জয়দেও সদাগর শ্মশানের শ্বেতশিমূল বৃক্ষের তলায় পঞ্চমুন্ডির আসনের নীচে মা তারার শিলামূর্তি উদ্ধার করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সময় থেকে দিনটি মা তারার আবির্ভাব তিথি হিসাবে প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে। মা তারা এবং মলুটির মৌলিক্ষা মা দুই বোন। মা তারা সাধারনত উত্তরমুখী। কিন্তু মা তারাকে পশ্চিমে বসিয়ে আরাধনা করা হয়। পশ্চিমদিকে মা তারার ছোট বোন মলুটির মা মৌলিক্ষা। এইদিন সূর্যোদয়ের পর মা তারাকে গর্ভগৃহ থেকে বের করে বিশ্রাম মন্দিরে আনা হয়। স্নান করানোর পর রাজবেশে সাজানো হয়। মায়ের অন্নভোগ হয় না। প্রত্যেকেই উপবাস থাকে।

সন্ধ্যায় আরতির পর খিচুড়ি এবং ৫ রকম ভাজা দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। সেই প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভাঙেন ভক্তরা। এরপর মাকে গর্ভগৃহে ফিরিয়ে এনে স্নান করিয়ে পুজো আরতি করা হয়। প্রাচীন ইতিহাস মেনে চতুর্দশীর ভোরবেলায় মা তারাকে মূল মন্দির থেকে বের করে বিরাম মঞ্চে এনে রাখা হয়। এদিন দুবার মাকে স্নান করানো হয়। এইদিন ভক্তরা মা তারাকে ছুঁয়ে পুজো দেন। উত্তরবঙ্গে বন্যার জন্য দূরপাল্লার ট্রেন বন্ধ থাকায় কৌশিকী অম্যাবস্যায় গতবারের তুলনায় এবছর তারাপীঠে কম ভক্ত গমাগম হয়েছিল। ফের দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবার জন্য তারা মায়ের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে ভক্তের ঢল নামল তারাপীঠে।

নাম পরিবর্তন

আমি গত ইং ২৩.০৮.১৭ তারিখে আলিপুরের প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিডেভিট বলে অসিত বেরা হইতে অসিত কুমার বেরা হইলাম। এখন থেকে অসিত বেরা ও অসিত কুমার বেরা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

মুড়িগঙ্গার ড্রেজিংয়ে জোর প্রশাসনের

মেহেবুব গাজি, গঙ্গাসাগর: সাগরমেলার সময় পুণ্যার্থীদের ভোগান্তি কমাতে মুড়িগঙ্গা নদীর পলি কাটার ওপর জোর দিল জেলা প্রশাসন। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাও সাগরমেলা প্রাঙ্গণসহ বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি মেলার পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত জেলা আধিকারিকদের নিয়ে এদিন গঙ্গাসাগরে একটি বৈঠক করেন জেলা শাসক। বৈঠক থেকে জেলা শাসক আধিকারিকদের পরিকাঠামো নিয়ে প্রত্যেক সরকারি বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের বার্তা দেন। এদিন জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাও বলেন, 'এবার সুষ্ঠুভাবে গঙ্গাসাগর মেলা পরিচালনার জন্য মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিং, নিরাপত্তা ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। পরিকাঠামোর সঙ্গে প্রত্যেক বিভাগকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে।'

সাগরমেলা উপলক্ষ্যে প্রতিবছর মকর সংক্রান্তিতে ১৫ লক্ষের বেশি পুণ্যার্থী আসেন। সারা দেশের সঙ্গে বিদেশি পুণ্যার্থীরাও থাকেন। মেলার জন্য অস্থায়ীভাবে শৌচাগার, পানীয়জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা ও হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। মূলত জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের পক্ষ থেকে এই কাজ করা হয়। পাশাপাশি সেচ দফতর, পূর্ত দফতর, বিদ্যুৎ দফতর, স্বাস্থ্য দফতরও কাজ করে। এদিন প্রত্যেক দফতরের জেলা আধিকারিকদের নিয়ে জেলা শাসক বৈঠক করেন। মঙ্গলবার রাতেই গঙ্গাসাগরে চলে এসেছিলেন জেলা শাসক। এদিন সকাল ১০টা থেকে সাগরের বিভিন্ন পয়েন্ট তিনি ঘুরে দেখেন। তিনি মূল মেলা মাঠের পাশাপাশি কচুবেড়িয়া ও বেনুবন পয়েন্টেও যান। প্রত্যেকটি পয়েন্টের সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন জেলাশাসক। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক রাহুল নাথ, সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা, সাগরের বিডিও অনির্বাণ বোস, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতি, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি। তবে এদিনের আলোচনায় মুখ্য বিষয় হিসেবে উঠে এসেছিল মুড়িগঙ্গা নদীর পলি। ভাঁটার সময় পলির জন্য ভেসেল সার্ভিস বন্ধ রাখতে হয়। গত কয়েক বছর ধরে মেলার সময় পলি নিয়ে নাজেহাল হতে হয়েছে প্রশাসনকে। পুণ্যার্থীরাও ভেসেলের জন্য ঘাটে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেছেন। সেজন্য মুড়িগঙ্গা নদীর ড্রেজিংয়ের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। মুড়িগঙ্গা নদীতে সারাবছর ড্রেজিংয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

সেকেন্ড চ্যাপ্টারে চোখ রাজ্যবাসীর

প্রথম পাতার পর

হেসেখেলে একে মুকুল–নামার প্রথম অধ্যায় বা চ্যাপ্টার বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু আসল রহস্যটা হয়তো লুকিয়ে রয়েছে মুকুল সিরিজের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। অবশ্য তাতে কতগুলি পর্ব যুক্ত হবে তা এখন বলা মোটেই সহজ কাজ নয়। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা ও সারদা–নারদ কাণ্ড তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদৌ জানতেন না, এই দুই পরস্পরবিরোধী উক্তি কিন্তু দুই ফুলের মধ্যে সমন্বয়ের একটা আশাকে চাগাড় দিয়েছে সুকৌশলে। অর্থাৎ বিরোধীরা যাকে বলে দিদি–মোদীর সেটিং বা গটআপের গল্প। বিশেষ করে গত বিধানসভা ভোটের আগে বাম–কং জোটকে একরকম ঘনীভূত করে শেষপর্যন্ত মুকুল রায় যেভাবে দিদির শিবিরে ফিরে যান তাতে তাঁর সম্পর্কে আর যাই হোক খুব একটা বিশ্বাস জন্মায়নি কারও মধ্যে। তবে একটা জিনিস বেশ পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল রাজ্যবাসীর মধ্যে যে জনপ্রিয়তার নিরিখে মমতা যতই ফুল মার্কস পান না কেন, সংগঠনের ব্যাপারে মুকুল রায় শেষ কথা।

এখন আবার মুকুল বিতারণের পর শোনা যাচ্ছে তৃণমূলে মুকুলীয় ধারায় সংগঠন তৈরি করার যোগ্য লোক নাকি নেত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুব্রত বক্সী ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় নাকি সেই গ্রুমিংয়ে ফাইনাল টাচ দিচ্ছেন। এটা যেমন জনমানস তথা ঘাসফুল শিবিরে ভালোমতো ভেসে বেড়াচ্ছে তেমনই আবার এর পালটাও শোনা যাচ্ছে ওই একই বাতাবরণ থেকে। বলাবাহুল্য সেই অংশে রয়েছেন তৃণমূলের একেবারে আদি পর্ব থেকে সঙ্গে থাকা সদস্য–সমর্থকরা। না দলে এদের এখন আর এরকম প্রভাব–প্রতিপত্তি নেই। বরং বামদলগুলি ও অন্য অংশ থেকে আসা নব্য তৃণমূলীদের দাপটে ঢেকে গিয়েছেন তাঁরা। তাও বুথ ধরে ধরে এই ক'দিন তাঁরাই হিসেব–নিকেষে ব্যস্ত মুকুল শিবিরের সম্ভাব্য ধাক্কা নিয়ে। এই হিসেবে নেতা কিংবা বিধায়ক–সাংসদ কয়েকজনের কথা উঠে এলেও বিধানসভা ভিত্তিক ও জেলাওয়ারি ভোট মেশিনারির দায়িত্বে থাকা ক্রীড়নকদের নিয়েই চর্চা হচ্ছে বেশি। এমনিতে মুকুলের সঙ্গে থাকার কথা শোনা যাচ্ছে যাঁদের সেসব নেতা ও বিধায়করা হলেন, সৌরভ চক্রবর্তী,শিউলি সাহা, শীলভদ্র দত্ত, সব্যসাচী দত্ত, রুকবানুর রহমান, চূড়োমণি মাহাতো, সৌমিত্র খাঁ, আরাবুল ইসলাম, মৃগেন মাইতি প্রমুখ বেশ কিছু নাম। শোনা যাচ্ছে এই নামগুলি নাকি ট্রেলার। এরপর নাকি ঝড়ের গতিতে শিবির পালটানোর ছবি দেখা যাবে। ততদিন পর্যন্ত চায়ের ঠেকের পাড়া–কাঁপানো ওস্তাদদের গুলতানিতেই ভরসা করতে হবে আম বাঙালিকে।

ব্যারাকগুলি বেহাল, উদাসীন রেল

প্রথম পাতার পর

ডিউটি অফিসারকে চেয়ারের উপর পা তুলে তখন কাজ করতে হয়। এভাবেই সেই নোংরা জল ঢোকে হাজতের মধ্যে। ব্যারাকের মধ্যেও তখন একই রকম অবস্থা। বালিগঞ্জ থানায় ছাদের জল ঝরঝরিয়ে পড়তে থাকে অফিসের মধ্যে। হাজতেও উপর থেকে জল পড়ে। আর এখানের ব্যারাকে তো ফোর্সের থাকার কোনও জায়গাই নেই। এবার দেখা যাক, যাদবপুর। এখানে ফোর্স এবং অফিসার কারোরই থাকার কোনও জায়গা নেই। এছাড়া যত্রতত্র ঝুলে আছে বিপজ্জনকভাবে বিদ্যুতের তার। যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে। সোনারপুরের জিআরপি থানা একেবারে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া। গুমটি ঘরের মতো ঘিঞ্জি। এখানে থানার দুপাশে দুটো ব্যারাক আছে বটে। কিন্তু তা এত স্বল্প পরিসরের যে ফোর্সের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। উত্তর শাখায় দমদম থানায় জায়গার এতটাই অভাব যে থানা কোনও মতে চললেও ফোর্সের থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। নৈহাটি জিআরপি থানা ও ব্যারাকের অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। অথচ ব্রিটিশ আমলে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামকে ইংরেজ পুলিশ হুগলি জেল থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করার সময়ে এই থানায় প্রায় পাঁচ ঘন্টা বিশ্রামের জন্য রাখা হয়েছিল। সেই স্মৃতি ফলকও আছে এখানে। এহেন স্মৃতিবিজড়িত হওয়া সত্ত্বেও এই থানা আজ দুর্দশাগ্রস্ত। এখানে ফোর্সের ব্যারাক আছে। কিন্তু তা থানা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। রাণাঘাটের জিআরপি থানার হালও ভাল নয়। কিন্তু ব্যারাকের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এখানে সবচেয়ে যেটা খারাপ, তা হল, থানা থেকে ব্যারাকের দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। এবং আটটা রেল লাইন পার হয়ে যেতে হয় ব্যারাকে। একারণে অনেক সময় হঠাৎ দরকারে ফোর্স আসতে পারে না। কৃষ্ণনগর জিআরপি থানা ও ব্যারাক এই দুয়ের হালই শোচনীয়। থানার অফিসঘরের মেঝে প্রায় ছয় থেকে আট ইঞ্চি ফেটে ফুটে খানাখন্দের মতো বসে গিয়েছে। বৃষ্টি হলে জল ঢুকে তা জলমগ্ন হয়ে যায়। থানার সঙ্গেই রয়েছে ফোর্সের ব্যারাক। তার দেওয়ালে ও সিলিংয়ে বিপজ্জনকভাবে ফাটল ধরে আছে। কখন যে উপরের চাঙড় খসে পড়বে কিম্বা দেয়াল ধসে পড়বে তার ঠিক নেই। যত্রতত্র ঝুলে আছে বিদ্যুতের তার। মান্ধাতা আমলের কাঠের দরজার কপাট ভেঙেচুরে আছে। উপর থেকে ঝরঝর করে জল পড়ে বৃষ্টি হলেই। বহরমপুরে থানা অত্যন্ত ছোট। সেখানে কোনও কিছু রাখার জায়গা নেই। ব্যারাকগুলোতে ব্যাপক হারে জল পড়ে। বারাসত জিআরপি থানার অবস্থাও ভাল না। তবে এখানে অফিসে বা হাজতে জল না পড়লেও ফোর্সের ব্যারাকে বৃষ্টি হলেই জল পড়ে। অধিকাংশ ফোর্সেরই বিছানা ভিজে যায়। এমনকি ছাতা মাথায় দিয়ে ভাত খেতেও দেখা যায় কোনও কোনও ফোর্সকে।

প্রসঙ্গত, জিআরপি থানাগুলির এহেন বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ আছে। কেননা যেসব জায়গায় জিআরপি থানা রয়েছে, সেসব জায়গাতেই আছে আরপিএফ থানা। জিআরপি থানাগুলি যেখানে এমন বেহাল, সেখানে আরপিএফ থানা, ব্যারাক ও হাজতগুলি একেবারে ঝাঁ চকচকে। মেঝেগুলি মার্বেল পাথর বসানো মসৃণ। হাঁটতে গেলে পিছলে যায় পা। এ যেন এক হাটে দুই দরের মতো অবস্থা। এমনটাই অভিমত জিআরপি'র একাংশের। তারা এটাকে রেল প্রশাসনের বিমাতৃসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করেন। যে জিআরপিকে দিয়ে রেল দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে, সেই জিআরপি'র দিকেই রেল কর্তৃপক্ষের নজর নেই, এমনটাই অভিযোগ। দিনে রাতে ট্রেন গার্ড ছাড়া, প্ল্যাটফর্ম ডিউটি সহ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে নজরদারি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার অন্তর্গত সব ধরণের ডিউটি, এমনকি প্রয়োজনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ল' অ্যান্ড অর্ডারে অংশগ্রহণ করতে হয়। অথচ সেই কর্মীদের সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষের এহেন বৈষম্যমূলক আচরণকে সুনজরে দেখছে না রাজ্যের জিআরপি মহল। এ প্রসঙ্গে শিয়ালদহ এসআরপি সব্যসাচী রমণ মিশ্রকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এটা তো রেলের বিষয়। জিআরপি থানা ও ব্যারাকগুলির বেহাল অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার ৭০ বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন উন্নয়ন হয়েছে। ব্যাপক উন্নতি হয়েছে ভারতীয় রেল প্রশাসনেও। কিন্তু রেলের আইন শৃঙ্খলার কাণ্ডারী যে রেল পুলিশ বা জিআরপি, তাদের সেই মান্ধাতা আমলের তৈরি থানা ও ব্যারাকগুলির বেহাল অবস্থা সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা একপ্রকার জাতীয় লজ্জারই নামান্তর, বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞমহল।

কাকদ্বীপ জমি বিবাদে ভাইকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা ভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : জমির সীমানায় বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে এক ভাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল অপর ভাইয়ের বিরুদ্ধে। আক্রান্তের স্ত্রীকেও মারধর করার অভিযোগ উঠল অভিযুক্ত ভাইয়ের বিরুদ্ধে। জখম বলরাম মণ্ডল কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বলরামের স্ত্রী মণিমালা মণ্ডলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হারউডপয়েন্ট কোস্টাল থানার ১২ নম্বর থানগড়ায়। আক্রান্তের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে জগন্নাথ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত ভাই। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মণ্ডল পরিবারের ৩ ভাই। তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোট বলরাম ও মেজ জগন্নাথ। বলরামের পানের বরজ আছে। এদিন সকালে বাড়ির সীমানাতে বেড়া দিতে যায় ছোটভাই বলরাম। তখন মেজভাই বাধা দেয়। বাধা দেওয়ার পর দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়।

বচসা থেকে মারামারি। সেইসময় মেজভাই ছোটভাইকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তেড়ে যায়। ছোটভাই বলরামের বুকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপ বসিয়ে দেয়। বলরামের স্ত্রী মণিমালা স্বামীকে বাঁচাতে এলে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। অস্ত্রের কোপে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন বলরাম। তখন প্রতিবেশীরা এসে বলরামকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার পর থেকে গ্রামে ব্যাপক উত্তেজনা আছে।

বাসন্তীতে রক্তদান শিবির

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ–আজ থেকে প্রায় ২৬ বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের ১০নং আমঝাড়া গ্রামে আশ্বিন মাসে ব্যাপকহারে সাপের উপদ্রপ দেখা দেয় এবং সেই সময় হিন্দু–মুসলিম পরিবারে পর পর সাপের কামড়ে পাঁচ–ছয়জন এর মৃত্যু হয়। সেই সময়ের রীতি অনুযায়ী কলার ভেলায় করে মৃত দেহ গুলি নদী বক্ষে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সাপের কামড়ে মৃতের সংখ্যা বা।তে থাকায় আতঙ্কে গ্রামবাসীরা পালিয়ে অন্য গ্রামে চলে যান। অবশেষে পাড়ার মোড়লরা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেন অকাল বোধনী মনসা পূজা করে গ্রামে বসবাস করা হবে। অকাল বোধনী মনসা পূজা শুরু হতেই বন্ধ হয় সাপের উপদ্রপ। গ্রামের মানুষজন গ্রামেই ফিরে বসবাস শুরু করেন। সেই ২৬ বছর আগের নিয়মনীতি অনুযায়ী আজও আমঝাড়া গ্রামের সকল হিন্দু–মুসলিম পরিবার গুলি আশ্বিন মাসে অকাল বোধনী মনসা পূজায় মেতে ওঠেন। বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের ১০ নং আমঝাড়া মহাপ্রভু আদিবাসী সংঘের আয়োজনে শনিবার রাতে শুরু হয় ২৬তম অকাল বোধনী মনসা পূজা। মনসাপূজা উপলক্ষে তৃতীয় বর্ষের রক্তদান উসব শুরু হল রবিবার সকালে। ৩২ জন মহিলা সহ ৭৫জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পূজা কমিটির সভাপতি দেবনাথ রায় জানান, আমাদের পূর্বপুরুষের নিয়মনীতি অনুযায়ী আমাদের এই মনসা পূজা উৎসব চলে আসছে দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে। পূজাকমিটির সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় মাঝি জানান, হিন্দু–মুসলিম সম্প্রদায়ের মিলিত উদ্যোগে অকাল বোধনী মনসা পূজা হয়ে আসছে। দীর্ঘদিন করে সেই ভ্রার্তৃত্ববোধ অক্ষুন্ন রাখতে আমাদের এই রক্তদান উৎসবের আয়োজন।

সম্প্রীতির মেলবন্ধন লাউজোড়ের লক্ষ্মীমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রীতির মেলবন্ধন ঘটালো বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের লাউজোড় গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শতাব্দী প্রাচীন লক্ষ্মীমেলা। রবিবার ৮ই অক্টোবর শুরু হয় একরাত্রির লক্ষ্মীমেলা।

শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লক্ষ্মীমেলায় গ্রামের নয়টি লক্ষ্মীপ্রতিমা বির্সজনের জন্য আনা হয় এবং মেলার মাঝেই বির্সজন দেওয়া হয়। মেলার যাত্রী ও দোকানদারদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজন আসেন। মেলার মাঝেই গড়ে উঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধুর মেলবন্ধন। যার ফলে পকেটে লাভের দু'পয়সার সঙ্গে সম্পূর্ণ হৃদয়টাও ভরে উঠে। মেলা উপলক্ষ্যে উপচে পড়ে ভিড়। ঘোষগ্রামে হাজার বছরের প্রাচীন লক্ষ্মীপুজো হয়।

বালিতে যুবকের মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিশ্চিন্দা থানার সাঁপুই পাড়া পিএন কলোনির বছর ৩৫–এর এক যুবকের মৃত্যু নিয়ে রহস্য তৈরি হওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। মৃত যুবকের নাম সোনা পাল, যুবককে দুদিন আগে ফোন করে কৃষ্ণনগর ডেকে পাঠান হয়। সেই ফোন পাওয়া মাত্রই তিনি কৃষ্ণনগর রওনা হন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে তাকে ব্যপক মারধর করা হয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে কৃষ্ণনগরে। সেখানে মারধর খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। সেখানেই বুধবার ভোর তিনটের সময় মারা যান সোনাবাবু। প্রথমটার সোনাবাবুর মৃত্যুকে হার্ট অ্যাটাক বলে প্রচার করা হলেও স্থানীয়ভাবে কানাঘুষোতে আন্দাজ করা হয় তার মৃত্যু হার্ট অ্যাটাকে হয়নি, তাঁকে পিটিয়ে মেরে দেওয়া হয়েছে। সোনাবাবুর একটি বছর দশেকের ছেলেও আছে। আগে সোনা পাল মাছের ব্যবসা করলেও পরে অধিক লাভের আশায় মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে দুনম্বরি কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। এবং সেই কাজের জন্যেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার একচালার বেড়ার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় বাড়িটি বন্ধ। ঘরে কারোরই দেখা মেলে নি। বেড়ার ঘরের বাইরে থেকে শিকল টানা রয়েছে। কারা ফোন করে ডাকলেন, কারাই বা মেডিকেলে ভর্তি করলেন সেই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন স্থানীয়রাই। তবে এই মৃত্যুর বিষয়ে কেউ কেউ বলছেন মারধর করা হয়েছে আবার কেউ বলেন গুলি করা হয়েছে এবং গুলিকেই তার মৃত্যু হয়েছে বলেন কেউ কেউ। তবে বিষয়টি তদন্ত নির্ভর। অন্যদিকে নিহত সোনার স্ত্রীকে পরে এই মৃত্যুর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি সরাসরি মারধর, পরে খুন খারাপির বিষয়টিকে অস্বীকার করে যান। বলেন তার স্বামীকে কেউ খুন করে নি, তার স্বামীর হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গিয়েছেন মেডিকেল হাসপাতালে।

বালির ষষ্ঠীতলায় লটারি প্রতিযোগিতার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মা উমা বাপের বাড়ি ছেড়ে সেই কবেই পৌঁছে গিয়েছেন শ্বশুর বাড়িতে, কিন্তু তার বাপের বাড়িতে থাকার রেশ রয়ে গিয়েছে এখনও। আর সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে সদ্য শেষ হওয়া দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে নিশ্চিন্দা থানার ষষ্টিতলা সভা সমিতির পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এ বছরেও আয়োজন করা হয়েছে এক বিরাট লটারি প্রতিযোগিতার আসর। ক্লাব মাঠ উন্নয়ন সহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজের জন্যেই এই লটারি খেলার ব্যবস্থা বলে জানান বাবু মণ্ডল। রবিবার এই খেলাকে কেন্দ্র করে ক্লাবটিকে ফুলের মালা দিয়ে সাজান হয়েছে। চারদিকে ফুল, আলো দিয়ে ভরিয়ে দিয়ে অন্ধকারকে দূর করে দিনের বিকল্প পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি কিটের দাম রাখা হয়েছে একশো টাকা। টিকিট কেটে যদি ভাগ্য সহায় হয়ে থাকে তাহলে প্রথম পুরস্কার হিসাবে পাওয়া যাবে হিরো মোটর সাইকেল, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে পাওয়া যাবে একটি একটনের এসি মেশিন, যে মেশিন গরমের হাত থেকে বাঁচাবে হিমেল তাপমাত্রায় ঠান্ডা করে। তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে থাকবে একটি এলইডি টিভি, চতুর্থ পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে একটি ২২ ইঞ্চি কালার টিভি এবং পঞ্চম পুরস্কারের তালিকায় থাকছে ৪টি মোবাইল ফোন। সাতটি সান্তনা পুরস্কারের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া পুরস্কারের তালিকায় থাকছে ওভেন। খেলাটি শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টার পরিবর্তে রাত আটটায়। এই লটারি প্রতিযোগিতা এ বছরে দশ বছরে পড়েছে বলে জানা যায়। প্রতিযোগিতাকে উপভোগ করার জন্য এলাকায় বাসিন্দাদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া।

জিএসটি–এর ধাক্কায় লক্ষ্মী পাঁচালি অধরা, দেদার ব্যবসা নারকেল, তিলের নাড়ু

নিজস্ব প্রতিনিধি : জিএসটি–র ধাক্কায় এবছরের ব্যবসায় ব্যাপক ক্ষতি লক্ষ্মীর পাঁচালিসহ আল্পনার বই বিক্রিতে। এমনটাই অভিযোগ করলেন ঘোষ পাড়া নিশ্চিন্দার বই এর দোকান আনন্দময়ী ভ্যারাইটিজের দোকানদার কল্যাণ ভট্টাচার্য। গত বছর যে সংখ্যক লক্ষ্মীর পাঁচালি, আল্পনার বিক্রি করেছিলেন তার ছিঁটে ফোঁটাও হয় নি এবছরে বলে জানালেন কল্যাণ বাবু নিজেই। এ বছরে লক্ষ্মীর পাঁচালি, আল্পনার বই কেন বিক্রি কম হল তার প্রশ্নের উত্তরে কল্যাণ বাবু বলেন এর মূল কারণই হল পুরোন বাতিল টাকা এবং জিএসটি–র জেরে ব্যবসা মন্দার কারণ। বইয়ের দাম না বাড়লেও কাগজের ট্যাক্স বাবদ সিজিএসটি এবং এসজিএসটি দুটি মিলিয়ে মোট ১২ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। ফলে একদিকে লক্ষীর পাঁচালি, আল্পনা বইয়ের দাম না বাড়া অন্য দিকে কাগজের দাম বেড়ে যাওয়াতে ব্যবসা মন্দা হওয়ার জোগাড়। তাই আগাম ব্যবসায় লোকসানের বহর আন্দাজ করেই বই ছাপাই, বাঁধাইকারিরা বই কম ছাপিয়েছেন। আর সেই কারণেই কম বই বাজারে এসেছে, আর বই বিক্রিও কম হয়েছে, আর লক্ষ্মী পুজোকে কেন্দ্র করে ভাল লাভের অঙ্ক ঘরে তুলেছেন নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু বিক্রিকারীরা। গত বছরে সাইজ সমান রেখেও হাতে বানানো রেডিমেড তিল, নারকেল নাড়ুর দু রকম প্যাকেটে বিক্রি করা হয়েছে ছোট প্যাকেট ৫ টাকা, বড় প্যাকেটে ১০ টাকা। সেই তুলনায় এ বছরে একই সাইজের প্যাকেটে নারকেল, তিলের নাড়ু বিক্রি হয়েছে ১০ টাকা করে। বেশ ভালই ব্যবসা হয়েছে বলে জানালেন মা তারা স্টোর্স দোকান মালিক।

লেকের জলে মৃত যুবকের দেহ

বাপিলাল দে : বরানগরের বনহুগলিতে একটি লেকে এক যুবকের মৃত দেহ ভাসতে দেখে এলাকায় প্রবল আতঙ্ক তৈরি হয়। বনহুগলির RIC–র এক নম্বর গেটের কাছে লেকের জলে সকাল আটটার সময় যুবকটিকে ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বরানগর থানায় খবর দেন, শেষে জেলেদের সাহায্যে লেকের জল থেকে যুবকটিকে পাড়ে টেনে তোলা হলে তার ব্যাগে রাখা মোবাইলের নম্বর ঘেটে বরানগর অনন্যার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নীলমণি সরকার স্ট্রিটের বাড়িতে খবর পাঠান পুলিশকর্মীরা। মৃত যুবকের নাম অমিত পোদ্দার। সে কিছুদিন আগে বিবাহ করেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সকালেও বনহুগলির RIC লেকে সাঁতার স্নান করে বাড়ি ফেরার সময়েই এই ঘটনাটি ঘটে। কি কারণে তার জলে ডুবে মৃত্যু হল সাঁতার জানা সত্ত্বেও, কেউ তাকে খুন করে জলে ফেলে দিয়েছেন কিনা সমস্ত কিছুই পুলিশ খতিয়ে দেখছে, 'মৃত' যুবক এবং তার বাবা শ্যামবাজারে একটি কাপড়ের দোকান চালান বলে খবরে প্রকাশ। শনিবার বিকেলে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল বাড়িটিতে শ্মশানের নিস্তব্ধতা গ্রাস করে ফেলেছে। বাড়ির চারদিকেও তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একটি লোকেরও দেখা মিলল না যাতে কিছু জিজ্ঞাসা করা যাবে।

নরবলি দিত ডাকাতরা

প্রথম পাতার পর

''ঘরে চাল বাড়ন্ত তাই আনাজ নিয়ে হাটে যাচ্ছি।'' বুড়ির মাথায় ঝুড়ি তুলে দিতে দিতে মোড়ল বলে। ''ওরে বাছা এখন এপথে যেওনি, তোমার বিপদ হবে, ঘরে ফিরে যাও'' বুড়ি মোড়লকে বলে। এরপর বুড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়। মোড়লও ভয় পেয়ে বাড়ি চলে যায়। গভীর রাতে ওই মোড়ল চাষি স্বপ্ন দেখে, সেই বুড়ি যেন বলছে, আমি আদ্যাশক্তি মহামায়া, এখানে এই জঙ্গলে ঘটস্থিত হয়ে আছি, আমার অযত্ন হচ্ছে, পুজোর ত্রুটি হচ্ছে। তুই এখান থেকে নিয়ে যা আমাকে। নিয়ে গিয়ে মূর্তি গড়িয়ে প্রতিষ্ঠা কর। খরচ–খরচা সবই তোর থলির মধ্যে রয়েছে। আমার এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবি''— বলে দেবী স্বপ্নে তাঁর সিদ্ধেশ্বরী রূপটি মোড়লকে দেখালেন।

তারপর ওই আটচালা মন্দির তৈরি হল। বনের মধ্যে থেকে ঘট এনে মন্দির স্থাপন করে একটি বৃহৎ মৃন্ময়ী সিদ্ধেশ্বরী বিগ্রহ প্রতিমা করা হল। এই দেবীই সিঙ্গুরের প্রসিদ্ধ ডাকাত কালী বলে পরিচিত। ডাকাতরাও এই ঘটনায় খুশি। কালী পুজোর রাতে ধুমধাম করে এখানে ছাগ বলি হয়। জনশ্রুতি যে অতীতে মন্দির স্থাপনের পর ডাকাত দল গভীর রাতে লোকচক্ষুর আড়ালে কখনও কখনও দেবীর সম্মুখে নরবলি দিত।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : সুভাষ চন্দ্র দাশ –৮৫৩৭০৪৫২৯৫

মহানগরে

বদলাচ্ছে ডেঙ্গুর মশা, আপনিও বদলান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গু রোগের প্রধান বাহন এডিস ইজিপ্টাইকে কীভাবে কলকাতা মহানগর ছাড়া করা যায়, নানা পদ্ধতিতে সে চাপ দিয়েই চলেছে কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর। কিন্তু নাছোড়বান্দা মশার এ মহানগরে বাসের আশা কোনও ভাবেই আটকানো যাচ্ছে না। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আজ সে মরিয়া। একসময় ডিডিটি (Dichloro-diphenyl-trichloroethone)-তে মরে ভূত হয়ে যেতো এডিস ইজিপ্টাই। মারা যেতো ম্যালাথিয়নেও। সেই সঙ্গে আরও অনেক কীটনাশক মারা যেতো।

এখন ওসবে আর মরে না। সকাল আর বিকেলে বেশি হুল ফোঁটানোর পুরনো বাতিকটাও এখন উধাও। এখন ডেঙ্গুর মশা কামড়ায় ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত প্রায় সবসময়। বছর দশেক আগেও এডিস মশা বেশি হুল ফোঁটাতো ঘরের বাইরে, ঘরের ভেতরে কম। এখন কামড়ায় ঘরে বাইরে সমানতালে।

আগেকার দিনে রক্ত খাওয়ার আগে কিংবা পরে ঘরের দেওয়াল বা সিলিং-এ বসে ডেঙ্গুর মশা বিশ্রাম নিত। এখন আর বসাবসির সিন নেই। এখন বাইরে থেকে উড়ে এসে সোজা ঢোকে ঘরে। যাকে পারে তার শরীর থেকে রক্ত টেনে নিয়ে পেট ফুলিয়েই সোজা ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায়।

এখন এডিসদের বিশ্রামের জায়গা যেগুলিতে কীটনাশক স্প্রে করা সম্ভব নয়, সেসব স্থানে। যেমন : র‍্যাকে রাখা জুতোর ভেতরে বা দরজা-জানলায় লাগানো পর্দার ভাঁজে ইত্যাদি। আগে বাড়ির ছাদে জমা বৃষ্টির জলে এডিস মশা খুব কম ডিম পাড়ত। এখন ডিম পাড়ে সর্বত্র। খোলা ওভারহেড জলের ট্যাঙ্কে একসময় ডেঙ্গুর মশা খুব জন্মাত। এখন জন্মানোর নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই, সমস্ত স্তরে। বছর ১০-১৫ আগেও ঘরের ভিতরের চৌবাচ্চা, ড্রাম, মাটির হাঁড়ি-কলসিতে ডেঙ্গুর মশা বেশি ডিম পাড়তো। ঘরের বাইরে সূর্যের আলোয় থাকা জলাধারে খুব কম ডিম পাড়তো।

সেই পুরনো অভ্যাস এখন আর তার নেই। এডিস মশা এখন বেশি ঘরের বাইরে ডিম পাড়ে, ঘরের ভিতরে খুবই কম। অর্থাৎ ডেঙ্গুর এই একমাত্র বাহনটি আগে ছিল 'ফটোফোবিক', আর এখন হয়েছে 'ফটোফিলিক'। পুর স্বাস্থ্য দফতরের লাগাতার বিভিন্ন পদ্ধতির প্রচারে সাড়া দিয়ে এ মহানগরীর বাসিন্দারা, ঘরের চৌবাচ্চাসহ বিভিন্ন জলাধার নিয়মিত পরিষ্কার করছে বলেই এডিস মশারা এখন ডিম পাড়ার জন্য ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছে।

ডেঙ্গুর বাহন এডিস মশারা শুধুমাত্র পরিষ্কার জলেই ডিম পাড়ে বলে এতোদিন ভেবে এসেছেন যাঁরা, তাঁরা জেনে রাখুন, এই ঘাতক মশাটি এখন নোংরা জলেও ডিম পাড়তে শুরু করেছে। কল্পনাতীত ঘটনা, বড়ো বড়ো গাছের মোটকা মোটকা কান্ডের গর্তে বৃষ্টির জমা জলে একসময় ডেঙ্গুর আরেক বাহন 'এডিস অ্যালবোপিকটাস' মশা বেশি জন্মাত। কিন্তু ইদানিং গাছের ওই সমস্ত এডিস ইজিপ্টাই মশা ডিম পাড়ছে। পুরসংস্থার গড়া 'র‍্যাপিড অ্যাকশন টিমে'র কর্মীরা গত চার-পাঁচ বছরে এ মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় গাছের কাণ্ডের গর্তের ভেতর থেকে বহুবার এডিস ইজিপ্টাই মশার লার্ভা বের করে এনেছে। দক্ষিণ কলকাতার কিছু কিছু এলাকায় লোকে এখনও পুরনো মডেলের ফ্রিজ ব্যবহার করে। এই সব ফ্রিজের নিচে থাকা ট্রের জলে প্রায়ই ডেঙ্গুর মশা ডিম পাড়ে। এখানে ওখানে পড়ে থাকা জঞ্জালের স্তূপের ভেতরে বৃষ্টির জমা জলে ইদানিং তাতেও মশা ডিম পাড়ছে।

আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ ঠিকমতো হলেই তবে এই সমস্যা দূর হবে। অতএব মশামুক্ত কলকাতা গড়তে পুর 'জঞ্জাল অপসারণ' দফতরকে উদ্যোগ নিতে হবে। এখন আর কীটনাশকে ভরসা নেই। ডেঙ্গুর মশা কমাতে চাই মশার উৎসের বিনাশ। মশার 'ব্রিডিং সাইট' খুঁজে বের করে তাকে ধ্বংস করতে হবে। যেখানে যে কৌশল প্রয়োজন, সেখানে সেই কৌশল প্রয়োগে উদ্যোগ নিতে হবে।

আসলে মশা দমনের কাজটাকে হালকা ভাবে দেখলে চলবে না। পৃথিবীর বহু দেশের মতো ভারতেও ডেঙ্গু প্রতিরোধের কাজ আজও তেমনভাবে হচ্ছে না। আর তাই ভারতে লাফিয়ে-লাফিয়ে ডেঙ্গু রোগের দাপট বাড়ছে। সরকারি তথ্য, আর বাস্তবের চিত্র বিস্তর ফারাক। ডেঙ্গুর আসল চিত্র ভয়ঙ্কর। ১৯৯৬-এ 'নোটিফায়েবল ডিজিজ' হিসাবে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারি দফতরে ডেঙ্গুর রিপোর্ট পাঠানোর বিষয়ে আজও দেশের বহু 'কমার্শিয়াল প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব' গুলি উদাসীন। এদিকে শুরু হয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নের হ্যাপা। ফলে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ডেঙ্গু সারা বছরের সমস্যা হয়ে উঠছে। কাজেই এডিস মশার উৎস না ধ্বংস করলে বিপদ বাড়বে। চাই জনসক্রিয়তা। চাই সামাজিক আন্দোলন। ডেঙ্গু প্রতিরোধের দায় এ মহানগরের কমবেশি ৪৫ লক্ষ নগরবাসীর।

মশাবাহিত রোগের লক্ষণ

বরুণ মণ্ডল : ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের 'ডিরেক্টরেট অফ ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিজিস কন্ট্রোল প্রোগ্রামে'র সুপারিশক্রমে মশা বাহিত রোগ জাপানি এনসেফেলাটিস (জেই) ও ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ার বিরুদ্ধে মোকাবিলায় যে সমস্ত উপসর্গ বা লক্ষণগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি তুলে ধরা হলো—

জাপানি এনসেফেলাটিস (জেই)	ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়া
১. প্রচন্ড জ্বর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড মাথাব্যথা	১. প্রবল জ্বর
২. ঘাড়ে শক্ত ভাব	২. প্রচণ্ড মাথা ব্যথা
৩. ঘুম ঘুম ভাব-ভুল বকা	৩. পিঠে ব্যথা
৪. কোমা	৪. চোখে ব্যথা
৫. কাঁপুনি-খিঁচুনি	৫. ত্বকে ফুসকুরি
৬. হাতে পায়ে অসাড়তা	৬. মাড়ি থেকে রক্তপাত

প্রসঙ্গত, যে সমস্ত অঞ্চলে জাপানি এনসেফেলাইটিস (জেই) রোগের বিস্তার ঘটেছে সেই খানে প্রচলিত টিকাকরণ অধীন জেই ভ্যাকসিনের দু'টি ডোজ শিশুদের অবশ্যই দেওয়া হয়। কিন্তু, ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়া জ্বরের প্রতিরোধে নির্দিষ্ট কোনও ওষুধ নেই তাই নিজে নিজে কোনও ওষুধ খাবেন না। জ্বর কমাতে প্যারাসিটামল খান।

জিএসটি হল বেটি বিরোধী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ অক্টোবরের চলতি জিএসটি হার পর্যালোচনা বৈঠকেও মহিলারা আশাহত হলেন। মহিলাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী 'ন্যাপকিনে' জিএসটি হার কমলো না। প্রসঙ্গত, 'ন্যাপকিনে' জিএসটি হার ২৮ শতাংশ। কলকাতা মহানগরে দৈনিক ১২ ঘন্টার অধিক বাড়ির বাইরে থাকা এক মহিলার বক্তব্য, কী কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আর কী এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার কারোর কাছেই মহিলাদের কোনও গুরুত্ব নেই। রাজ্য সরকারও তো বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের মতো করে 'ন্যাপকিনে' 'স্ট্রেট জিএসটি' পারসেন্টেজ মকুব করে দিতে পারতো। প্রসঙ্গত, কেন্দ্র-রাজ্যের কর অফিসারদের নিয়ে গড়া জিএসটি পরিষদের পরবর্তী বৈঠক বসছে ৯ নভেম্বর অসমের গুয়াহাটিতে।

১১ অক্টোবর কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে কাউন্সিল চেম্বারে খাদ্যসাথী এবং ডিজিটাল রেশন কার্ড বিলি নিয়ে এক আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, চেয়ারপার্সন মালা রায় সহ খাদ্য দফতরের বিভিন্ন কর্মকর্তা।

শিল্পক্ষেত্রে সাফল্য, তন্তুজ-মঞ্জুষা তিন বছর ধরে লাভের মুখে

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে শেষ ছ'বছর তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকারের জন্য রাজ্যে সুহানা সফর চলছে। উৎকর্ষ আর উন্নতির ইচ্চাকে পাথেয় করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাবাসী। তার সামান্যতম একটি দৃষ্টান্ত হল শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ (বাণিজ্য ও শিল্প শাখা)। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে বহুমাত্রিক সাফল্য। বঙ্গে শিল্পবৃদ্ধির প্রধান সূচক : ২০১১-'১২ থেকে ২০১৬-'১৭ রাজ্যে একটি শিল্পোন্নয়ন বৃদ্ধির মুখ্যসূচক হল 'শিল্প উৎপাদনের সূচক'। ২০১১-'১২ অর্থবর্ষে শিল্প উৎপাদনের 'উৎপাদন সূচক' ছিল ০.৯৪ শতাংশ। আর ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের প্রথম দশ মাসে (এপ্রিল-জানুয়ারি) তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬.৬ শতাংশে। সাধারণ সূচক ২০১১-'১২ তে ছিল ২.১৪ শতাংশে। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের প্রথম দশ মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬.৯৭ শতাংশে। মাঝারি, ছোটো ও ক্ষুদ্র শিল্পে ২০১০-'১১ অর্থবর্ষের মোট বাণিজ্য ৭.২৩৬ কোটি টাকা। আর ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের প্রথম ন'মাসে মোট বাণিজ্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২১,৯৩৬ কোটি টাকা।

১৯৭৬-এ পত্তন হওয়া যে সংস্থা ৩৮ বছর লাভের মুখ দেখতে পায়নি, মঞ্জুষা প্রথম লাভের মুখ দেখে ২০১৫-তে। মঞ্জুষা চালাতে ৩১ মার্চ ২০১১-র হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২.২ কোটি। সেই রাজ্য সরকারি সংস্থা মঞ্জুষা চালিয়ে বর্তমান তৃণমূল সরকারের ৩১ মার্চ ২০১৭-র হিসাবে ক্ষতি পুষিয়ে ৪.৮১ কোটি টাকা লাভে এগিয়ে গিয়েছে। রাজ্যে শিল্প তালুকের সংখ্যা ৪৯ থেকে বেড়ে গত অর্থবর্ষের শেষে দাঁড়িয়েছে ৩৪৩-তে। তৃণমূল সরকারের আমলে চালু হওয়া গ্রামীণ ও শহুরে হাট এবং কর্মতীর্থের সংখ্যা গত অর্থবর্ষের শেষে দাঁড়িয়েছে ১৬-তে। বাংলায় শিল্প বৃদ্ধির হার জাতীয় শিল্পবৃদ্ধির থেকে অনেক বেশি।

শিল্প ও শিল্পের পরিকাঠামোর উন্নয়নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য : গত ছ'বছরে সাতটি নতুন শিল্প পার্ক ও উন্নয়ন কেন্দ্র : দৃষ্টান্ত স্বরূপ : ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, বজবজ গারমেন্ট পার্ক, হাওড়ায় সাঁকরাইল ফুড পার্ক (ফেজ-তিন) নদিয়ার হরিণঘাটা ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক, পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড় ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক। উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের সাহায্যে পার্কগুলির পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ ও সামগ্রিক পরিকাঠামো সংস্কার করে এগুলিকে বিশ্বমানের করে তোলা হয়েছে।

শিল্পোদ্যোগীদের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগে উৎসাহী করতে শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্রগুলির রাস্তায় সৌরচালিত আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ : হাওড়ার উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বর্ধমানের পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ইত্যাদি। গত ছ' বছরে পেপসিকো ইন্ডিয়া (সম্প্রসারণ), আমূল ডেয়ারি, শ্রীরাম ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আদিত্য বিড়লা গ্রুপের জয়শ্রী টেক্সটাইল (সম্প্রসারণ), এল অ্যান্ড টি, ভারতে বৃহত্তর জুতো রফতানিকারী সংস্থা 'ফরিদা গ্রুপ', মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রা, শাপুরজি পালোলজি, ফিউচার গ্রুপ (কিশোর বিয়ানি), সেইল (আধুনিকীকরণ-সম্প্রসারণ), এক্সাইজ ইনডাস্ট্রিজ, আইওসি, এইচপিসি, রিলায়েন্স সিমেন্ট কোম্পানি ইত্যাদি শীর্ষ সংস্থাগুলি রাজ্যের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে।

ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর ধরে অমৃতসর কলকাতা শিল্প সড়ক তৈরির কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছে। পঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে এ রাজ্যের ডানকুনি পর্যন্ত এই সড়কের দৈর্ঘ্য ১,৮৩৯ কিলোমিটার। ক্ষমতায় আসার পরে বর্তমান রাজ্য সরকার বিআইএফআরে'র অধীনে চলে যাওয়া 'হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালস লিমিটেড'কে ক্ষতির মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। বর্তমানে এখানে পুরোদমে কাজ চলছে, নির্দিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতার ৯৭ শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে প্রায় ২৫০০টি অনুসারী প্লাস্টিক শিল্প কাঁচামালের জোগান সম্ভব হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাজপুরে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর (তাজপুর বন্দর) গড়ে তোলার উদ্যোগ রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। প্রথম পর্বের আনুমানিক ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত বন্দরটি ১৭৮ হেক্টর (৪৪০ একর) অঞ্চল জুড়ে গড়ে তোলা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জোলার সাগরদ্বীপে রাজ্য সরকার ও কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর (ভোর সাগর বন্দর) গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেজন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে সাগরদ্বীপকে মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে দ্রুত একটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব রেখেছে। সরকার ব্যবসা শুরু করার পূর্ব শর্ত হিসাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার ছাড়পত্র পাওয়া থেকে ৪৯টি শিল্পক্ষেত্রকে অব্যহতি দিয়েছে। শিল্পসাথী 'সিঙ্গল উইনডো' পরিষেবার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ছাড়পত্র পাওয়া নিশ্চিত করা হয়েছে।

Tantuja®
Bengal Handloom
(A Govt. of W.B. Enterprise)

বিগত ছ'বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্যে : গত ২০১৪-'১৫ থেকে ২০১৬-'১৭ এই তিন অর্থবর্ষে মঞ্জুষা (পত্তন : ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং তন্তুজ (পত্তন : ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ) লাভের মুখ দেখেছে। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে মঞ্জুষা ও তন্তুজ যথাক্রমে ৪.৮১ কোটি ও ৬.১৯ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। আটটি বিশ্ববাংলা শোরুম গড়ে তোলা হয়েছে এবং চালু হয়ে গিয়েছে। ৫৪টি 'কর্মতীর্থ' (বিপনন পরিকাঠামো) গড়ে তোলা হচ্ছে। গত এক বছরে ১০টির কাজ শেষ হয়েছে।

আটটি গ্রামীণ ও শহুরে হাট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সাগরটির কাজ শেষ হয়েছে। ইনেনেস্কোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ১০টি গ্রামীন হস্তশিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। www.myenterprisewb নামে একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই পোর্টাল ব্যবহার করে 'সিঙ্গল অ্যাপ্লিকেশন গেটওয়ে'র মাধ্যমে অনলাইন আবেদন নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়াটি সহজ হয়েছে।

নস্করপুরে কালীপুজো

সঞ্জয় চক্রবর্তী : কালী অর্থাৎ কাল। যা অশুভ শক্তি। যা শুধু অন্ধকারময়। তাই অমাবস্যার এই কালীপুজোর রাত সেজে ওঠে আলো আর আতসবাজিতে। অশুভ শক্তি যাতে আমাদের কোনও ক্ষতি করতে না পারে। আবার এই রাতের নাম 'ভূত চতুর্দশী'। শ্মশানবাসী মায়ের আরাধনার মধ্যে দিয়ে অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করে শুভশক্তির আহ্বান করা। হাওড়া জগৎ বল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর ভাঙা মায়ের তলায় যুবক। সংঘের পরিচালনায় বিশেষ পুজো পাঠের আয়োজন করা হয়। কথিত আছে একদা এই এলাকায় কালীপুজোর সময় প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার সময় এই স্থানে প্রতিমা পড়ে ভেঙে যায়। এখানে তা রেখে চলে যায়। তখন এলাকাবাসী এই প্রতিমা পুনরায় নির্মাণ করে এই স্থানে পুজো করে। সেই থেকে এই কালী প্রতিমার নাম 'ভাঙা মা'। আর এই স্থানের নাম ভাঙা মায়ের তলা। পঞ্চান্ন বছরের এই পুজো উপলক্ষে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুজো ঘিরে এলাকাবাসীর উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

কোন্নগরের শাস্ত্রীনগরে কালীপুজো কৈশোরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই শক্তিরূপে নারী পুজিতা হয়ে আসছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী পুজা হয়ে থাকে। অন্যায়ের প্রতীক আসুরিক শক্তির বিনাশের জন্য

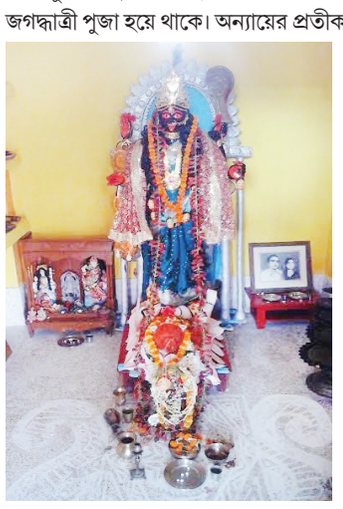

দেবী শক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। কিন্তু মনুষ্য জন্মে কোনও নারীকে তাঁর স্বামী দেবীরূপে পুজা করেছেন এমন ঘটনা সত্যিই বিরল। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব তাঁর স্ত্রী মা সারদাকে দেবী জ্ঞানে পুজা করেন যা ফলহারিণী কালীপুজা নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে এই পুজা রাজ্যের অন্যত্র প্রসার লাভ করে। বহু স্থানে কোনও বাড়িতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, আবার সার্বজনীন পুজা হিসেবে এই পুজা হয়ে থাকে। কোন্নগরের শাস্ত্রীনগরের এক বাসিন্দা স্বর্গীয় জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্তী দক্ষিণেশ্বরের পুরোহিত স্বর্গীয় হারু চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় ২০০০ সালে এই কালীপুজা শুরু করেন। বর্তমানে এই পুজা ১৭ বছরে পদার্পণ করল। স্বর্গীয় জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্তীর পুত্র পুলক চক্রবর্তী জানান, দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণা কালীর মুখের আদলে এই প্রতিমার মুখ। অমাবস্যা তিথিতে এই পুজা হয়। প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট। মায়ের পরনে থাকে বেণারসী, মাথায় সোনার মুকুট ও টায়রা টিকলি, গলায় সোনার হার, নাকে সোনার নথ। সব রকম ফল, পরমান্ন, খিচুড়ি, পাঁচরকম ভাজা ও মাছ মায়ের ভোগ হিসেবে রান্না করা হয়।

শক্তিরূপেন সংস্থিতা

মৃন্ময়ী শক্তিরূপ পাচ্ছেন আর এক মায়ের হাতে। ছবি- অরুণ লোধ

নারীদের হাতেই তৈরি হচ্ছে আলোর বাজি। ছবি- অরুণ লোধ

বোড়াল কালীপুজোয় ভাবনা ছৌনাচ, আদিবাসী লোকসঙ্গীত

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: বোড়াল নেতাজি সংঘের কালীপুজো প্রতিবারের মতন এবারে নতুন ভাবনায় প্রতিমা ও মন্ডপ গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের সব্জি ও ফলের বীজ দিয়ে প্রতিমা তৈরি হয়েছে। পুরুলিয়ার এক সুন্দর প্রাকৃতিক লাল মাটির রাস্তা ও গ্রাম্য জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে। থাকছে পুরুলিয়ার প্রাচীন ছৌ নৃত্য, আদিবাসী ও লোকসঙ্গীত। বোড়াল বাদামতলা ৩৩ নং ওয়ার্ডে ২০১৫ সালে কালী পুজোয় :মনের মানুষ: ভাবনা করে অ্যাওয়ার্ড পায়।

২০১৬য় হয় কেদারনাথ। পুরস্কার পায় নেতাজি সংঘ। গত দু বছর আগে মনের মানুষ ভাবনায় ফল ও সব্জির গাছ গুলো চাষ করা হয়েছিলো সেই বীজ অতি যত্ন সহ কারে সুরক্ষিত করে এবারের প্রতিমা গড়ার কাজে লাগানো হয়েছে। প্রতি বছর শ্যামা পুজোর নতুন নতুন ভাবনা গুলো কাজে লাগানো হচ্ছে সেই শিল্পীর নাম মধু। মানুষ যাকে এক কথায় চেনে শুধু মধু বলে। সংঘের সভাপতি বিশ্বজিৎ দে ও তার সঙ্গী সাথীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ভাবনাকে সাফল্য করে তাদেরও কৃতিত্ব আছে বলে মানা যায়। কারণ দক্ষিণ ২৪ পরগনা সোনারপুর এলাকায় বিপুল ব্যায়ে কালী পুজো বলতে প্রথমে ধরা যায় বোড়াল নেতাজি সংঘে। দুর্গা পূজা থেকে শুরু হয় বোড়ালে কালীপুজোর পরিকল্পনা।

কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ বাবু বলেন- এবারে স্বনাম ধন্য লোকসঙ্গীত গায়ক কালিকাপ্রসাদের স্মরণে এবারের ভাবনা :তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো:। এই ভাবনা বাস্তবায়িত করার জন্য পুরুলিয়ায় গিয়ে যোগাযোগ করেন বিশ্বজিৎ বাবু আদিবাসী ও ছৌ নৃত্য এবং লোকসঙ্গীত গায়কদের সাথে। শধু তাই নয় পুজা মন্ডপের বাহিরে থাকছে লালমাটির রাস্তা, গোয়াল ঘর, ৯টি মাটির ঘর গরুর গাড়ি, একেবারে পুরুলিয়ার গ্রাম্য প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে হয়েছে এই কালী পুজোয়। নেতাজি সংঘের এই ৬০ তম পুজো উপলক্ষে ৬০ধরনের সব্জি ও ফলের বীজ দিয়ে শ্যামা প্রতিমা তৈরি হয়েছে।

বর্ণালী ক্লাবের থিম কৃষ্ণকল্পে কালী বন্দনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির ডোঙাড়িয়ার বর্ণালী ক্লাব তাদের ৩৭তম বর্ষে নিবেদন করছে কৃষ্ণকল্পে কালী বন্দনা। সমগ্র মণ্ডপটি শ্রীকৃষ্ণের বংশীবদন আদলে গড়ে তোলা হচ্ছে। প্যারিস, রঙ, চট, থার্মোকল দিয়ে অপরূপ নির্মাণে গড়ে উঠছে মণ্ডপ। সেই কৃষ্ণ আধারে মৃন্ময়ী শ্যামা মা। যাঁর ছটি হাত। মায়ের হাতেও সুরের জাদুকর শ্রীকৃষ্ণের বংশী শোভা পাবে।

মিলন ও ঐক্যের সুর ধ্বনিত হবে মণ্ডপ জুড়ে। তার সঙ্গে থাকবে মোহময়ী আলোকসজ্জা। সমগ্র থিমটি সৃজন করেছেন তুষার কান্তি দাস। পুজো কমিটির সম্পাদক শক্তিনাথ দাস জানালেন, মাতৃ আরাধনার পাশাপাশি নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে। অন্নভোগ ও বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হবে।

মাঙ্গলিকী

বাগুইআটি গুরুকূল–অদ্বিতীয়ার নতুন আঙ্গিকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত

সব্যসাচী সান্যাল

কিছুদিন আগে দেখা চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রতিবেদন লেখার সময় অনুভব হোল শ্রুতিনাটক শোনার সময় যে অনুভূতি মনের মধ্যে তৈরি করে তা পরে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। দৈনিক সংবাদপত্রে বিস্তারিত ভাবে নাটকের পর্যালোচনা করার চল এখন আর নেই। যার ফলে নানা পরীক্ষামূলক শ্রুতিনাটকের অডিটোরিয়ামে পরিবেশনের কথা অনেকে জানতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল বেতার নাটকের কথা।একটা সময় প্রতি শুক্রবারের রাত আটটার নাটকের ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ।কালজয়ী সব ঐতিহাসিক বেতার নাটক শুনে মনে নানা কল্পনার স্রোত বয়ে যেত। বেতার নাটকের সাড়া জাগানো ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পী শম্ভু মিত্র,তৃপ্তি মিত্র,অজিতেশ ব্যানার্জী প্রভৃতি শিল্পীদের কণ্ঠের আবেদন আজও আমরা শ্রদ্ধার চিত্তে স্মরণ করি। এই হারানো দিনগুলি আবার যেন ফিরে পাওয়া গেল বাগুইআটি গুরুকূল – অদ্বিতীয়া ,দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল আলোয় রচিত কালজয়ী নাটক চন্দ্রগুপ্ত নতুন আঙ্গিকে শ্রুতি নাটকের মধ্যে দিয়ে, গত ১৬ সেপ্টেম্বর গিরিশ মঞ্চে। দেখে অবাক লাগল নন্দন চত্বরে নাট্যমঞ্চগুলিতে যেখানে নাটকের দর্শক পাওয়া যাচ্ছেনা আর বাংলা মেগাসিরিয়ালগুলিকে মূলত দায়ী বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, সেখানে হল ভর্তি শ্রোতারা এই শ্রুতিনাটকের অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের অভিনয় দেখে আনন্দ পেয়েছে। সেই জন্য বোধহয় বাবলি সাহা দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। সামগ্রিক ভাবনা ও পরিকল্পনায় বাবলি সাহা ও রবীন সেনগুপ্ত যথেষ্ঠ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন চরিত্রগুলি পাঠ করেছেন চাণক্য–দেবশঙ্কর হালদার,চন্দ্রগুপ্ত –সতীনাথ মুখোপাধ্যায়,মুরা –নমিতা চক্রবর্ত্তী,সেকেন্দার–অঞ্জন বিশ্বাস,অ্যান্টি গোমস –জনার্দন ঘোষ,হেলেন–বাবলি সাহা,কাত্যায়ন–রবীন সেনগুপ্ত, সেলুকাস –বিমল কোনার, চন্দ্রকেতু –প্রসেনজিত ঘোষ নন্দ –প্রীতিশেখর,বাচাল –অরুণাংশ ব্রক্ষ,ভিক্ষুক –সুজিত বসু ,ছায়া শোভা প্রামাণিক, আত্রেয়ী –মিতালী ব্যানার্জী ,মা –বীথিকা সাহা, ও অন্যান্য ভূমিকায় অরুণাংশ ব্রক্ষ, গোপাল ঘোষ, সুজিত সাহা, বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী। নাটকটির সম্পাদনা স্বপন গাঙ্গুলী, পরিচালনা সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

নাটকটির পরিবেশন করার সামগ্রিক ভাবনা ও পরিকল্পনায় বাবলি সাহা ও রবীন সেনগুপ্ত প্রশংসার দাবি রাখে। নাটকের বিষয় বস্তু প্রায় সকলের জানা। শ্রুতি নাটকের মধ্য দিয়ে দ্রুত চরিত্র গুলো অনুধাবন করা বেশ কঠিন এবং নাটকটি দেখার বা শোনার অভিজ্ঞতা না থাকলে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সৃষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি বিশেষ করে যেখানে শ্রুতিনাটক হিসাবে পরিবেশিত হয়েছে বোধোগম্য হওয়া কঠিন। সেই কারণে বোধ হয় হলের প্রতিটি দর্শক চেয়ারে বসে সাজবিহীন বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করা শিল্পীদের স্ক্রিপ্ট গভীর ভাবে শুনে বোঝার চেষ্টা করেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশ প্রেমের বিখ্যাত গানগুলি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী আবহ সঙ্গীত নাটকটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। এদের পরিবেশনার মধ্যে যথেষ্ট নতুনত্বর পরিচয় পাওয়া গেছে।মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর প্রথম সংলাপ 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ' এই স্ক্রিপ্ট দিয়ে নাটকের শুরু। আবেগের সাথে এই দেশের প্রকৃতির বর্ণনা এবং নানা বৈচিত্রের কথা শুনিয়ে চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রে অভিনয় করা সতীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম থেকেই নাটকের প্রতি দর্শকদের গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। চানক্যর জীবনের নানা ঘটনা উচ্ছাস,আবেগ শ্রুতি নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। চাণক্যের চরিত্রে ব্রাহ্মণের তেজ, অভিব্যক্তি এমনকি কুশ গাছ যা চলার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে তাতে ক্রোধের প্রকাশকে কণ্ঠ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। চাণক্যের, ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে রাজ্য পরিচালনা ,সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে নানা পরামর্শ ও পরিকল্পনার কথা বলে রাজ্যকে বহি:শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা। চাণক্যের বজ্র কঠিন ব্যক্তিত্বের আড়ালে নিজের সন্তানের প্রতি অপত্য স্নেহ কণ্ঠের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দেবশঙ্কর হালদার কণ্ঠের মডিউলেশন করে চাণক্যের চরিত্রের নানা দিক যে ভাবে প্রকাশ করেছেন তা অনবদ্য লেগেছে। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় অভিনয়ে জগতের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং সহজাত বাচনভঙ্গী দিয়ে চন্দ্রগুপ্তর চরিত্রটি জীবন্ত করে তুলে এবং পার্শ্ব চরিত্রগুলির সাথে সমন্বয় রেখে সারাক্ষণ শ্রোতাদের নাটকের প্রতি একাগ্র চিত্তে দেখার আকর্ষণ তৈরি করতে পেরেছিলেন। সেলুকাসের কন্যা হেলেনের চরিত্রে বাবলি সাহার গলার খাদে ও ওপরের কাজ দিয়ে জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের সংগ্রাম,ভালবাসার অভিব্যক্তি চরিত্রটির মধ্যে ফুটিয়ে তোলার অসামান্য প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে।কাত্যায়নের ভূমিকায় রবীন সেনগুপ্তর অভিনয় অত্যন্ত সাবলীল মনে হয়েছে। চরিত্রের সাথে হৃদয়ের যোগ তৈরি করে অন্যান্য শিল্পীরা তাদের কণ্ঠ দিয়ে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে সবার চিন্তাভাবনা যে স্বচ্ছ তা তাদের শ্রুতি নাটকের কণ্ঠের আবেগের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তবে এখানে একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে শাঁওলি মিত্র স্ক্রিপ্ট ছাড়া একক শ্রুতিনাটকে যে অভিনয় দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন তা এখন প্রায় দেখাই যায় না। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা যদি এই পথ অনুসরণ করে স্ক্রিপ্ট না দেখে স্বরক্ষেপনের মধ্যে নাটকের অর্ন্তনিহিত ভাব প্রকাশের চেষ্টা করতেন তা হলে হয়ত আরো আবেগভরা শ্রুতিনাটকের সংলাপ শোনা যেত। অনুষ্ঠানের শেষে সমস্ত দর্শক দাঁড়িয়ে সমবেত জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার পর অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের করতালি দিয়ে অভিবাদন করেছেন। প্রত্যেকের আবদার ছিল দেবশংকর হালদারকে যেন এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলিতে আবার দেখতে পাওয়া যায়। দেবশঙ্কর হালদারও এত দর্শকের উপস্থিতিতে অনুপ্রানিত হয়ে তাদের সাথে বেশ কিছুটা বাক্যবিনিময় করেছেন। বাগুইআটি গুরুকুল – অদ্বিতীয়ার কাছ থেকে এই ধরণের শ্রুতি নাটকের জন্য দর্শকেরা প্রতীক্ষায় থাকল।

'সেতু'–র শারদ অনুষ্ঠান জীবনানন্দে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ই সেপ্টেম্বর জীবনানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল 'সেতু'–র শারদ অনুষ্ঠান। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেতুর সদস্যরা, আমন্ত্রিত কবি, সঙ্গীতশিল্পীরা আসরে উপস্থিত থেকে আসরকে জমিয়ে তোলেন (তবে শেষের দিকে সময়ের অভাবে অনুষ্ঠান কিছুটা হলেও ম্লান হয়)।

অনুষ্ঠান শুরু হল সঞ্চালিকা গীতা অধিকারীর একটি কবিতার অনবদ্য আবৃত্তির মাধ্যমে ('এখানে একটা স্বর্গ আছে')। যার মাধ্যমে তিনি সেতুর কথাই বললেন। এরপর মঞ্চে এলেন সেতুর কর্ণধার বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী। সকলকে আসরে স্বাগতঃ জানালেন। কুঁদঘাটে অবস্থিত রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানালেন প্রতি বৃহস্পতিবার পাঠাগারের সভাঘরে সেতুকে সাহিত্য–সংস্কৃতি চর্চার অনুমতি দেওয়ার জন্যে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরার কাছে, যিনি সব সময়েই 'অভিভাবক' হিসাবে রয়েছেন সেতুর সাথে। এদিন আসরের প্রধান অতিথি কবি রতনতনু ঘাটিকেও ধন্যবাদ জানালেন আসরে কিছুটা সময়ের জন্যে হলেও উপস্থিত থাকার জন্যে (শ্রীঘাটির এদিন আরও একটি অনুষ্ঠান ছিল)। এরপর 'সেতুর' সঙ্গীত শিল্পীর দল পরিবেশন করলেন উদ্বোধনী সঙ্গীত, 'বরিষ ধারার মাঝে শান্তির বাণী' ও আরও একটি সঙ্গীত, 'তোমার খোলা হাওয়ায়' (নেতৃত্বে রবীন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী)।

অতঃপর মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন সেতুর সভাপতি বাগ্মী নিমাই মিত্র, অনুষ্ঠানের সভাপতি রত্নেশ্বর হাজরা, প্রধান অতিথি রতনতনু ঘাটি ও আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক। সংগঠনের সভাপতি নিমাই মিত্র প্রথমে পাঠ করলেন একটি লিখিত ভাষণ। যার মাধ্যমে তিনি সেতুর 'পথ চলার' কথাই বললেন। এরপরেই পরিবেশিত হল কিছু রাগমিশ্রিত আগমনী সঙ্গীত।

প্রথম শিল্পী অতি প্রতিভাবান শিশু সঙ্গীত শিল্পী অপ্রতিম চ্যাটার্জী। এরপর সঙ্গীত শিল্পী মধুজা চ্যাটার্জী ও তারপর স্বনাম খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী অনল চ্যাটার্জী— তখন যেন হীরকদ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেতুর 'সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা'... এরপর কবি রতনতনু ঘাটিকে সংগঠনের তরফে সংবর্ধনা জানালেন রত্নেশ্বর হাজরা— তাঁর গলায় উত্তরীয় পরিয়ে, হাতে পুষ্পস্তবক ও উপহার তুলে দিয়ে— সভাঘর তখন মুখরিত হল সকলের উষ্ণ করতালিতে... এরপর রতনতনু ঘাটি তাঁর ভাষণে বললেন, তিনি সেতুর সাংস্কৃতিক কাজ কর্মের বিষয়ে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল। বস্তুতঃ আজ আমরা অসংখ্য ভুলের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি।

এই সব ভুল থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে, আলোর পথে ফিরে আসতে গেলে সেতুর মতন আরও সেতুর দরকার... এরপর শ্রীঘাটি শোনালেন তাঁর অনবদ্য কবিতা, 'ভুল করতে নেই'। এরপরেই আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক সকলকে সংক্ষেপে শোনালেন 'বর্তমান'–এ প্রকাশিত রতন তনু ঘাটির একটি হৃদয় ছোঁয়া ছোটো গল্প, 'পাবনী'।

এরপর অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রদ্ধেয় রত্নেশ্বর হাজরা দৃঢ় কণ্ঠে সকলকে জানিয়ে দিলেন যদি সভা চলাকালীন বিভিন্ন জনের মোবাইল বাজতে থাকে, তবে তিনি সেতুর পরের সভায় উপস্থিত থাকবেন না। আরও বললেন, দেখতে হবে সেতুর সদস্যরা যেন প্রথমে সাহিত্য সংস্কৃতির আসরে সুযোগ পান,'রবাহূত, অনাহূতরা' যেন প্রথমেই আসরে না ঢুকে পড়েন— শ্রীহাজরার এই মন্তব্য থেকে মনে হয় সেতুর আগের অনুষ্ঠানে 'রবাহূত, অনাহূতরা' আগেই ঢুকে পড়েছিলেন (তবে এই প্রতিবেদকের প্রশ্ন উদয় চক্রবর্তীকে— সত্যিই কি 'রবাহূত–অনাহূতরা' সেতুর অনুষ্ঠানে ঢুকে পড়েন?)। এদিন সেতুর সদস্য গল্পকার, আঞ্চলিক ভাষায় লেখা 'কবিতার কবি' সৌরীন চ্যাটার্জীকে সংগঠনের তরফে সংবর্ধনা জানানো হয়। শ্রী চ্যাটার্জী প্রত্যুত্তরে যে ভাষণ দেন, তা তাঁর প্রতিভার আর একটা দিক সকলের সামনে তুলে ধরে— শ্রী সৌরীন চ্যাটার্জীকে বিশেষ অভিবাদন... এরপর চলতে থাকে সেতুর কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীদের নানান উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক পরিবেশন।

সঞ্চালক জয় ভট্টাচার্য এদিন উজ্জ্বল ভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন। পরে শোনালেন তাঁর এক অসাধারণ কবিতা। মাঝে মাঝে উদয় চক্রবর্তীও মঞ্চে আসেন। যথাযথ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অপর সঞ্চালক দীপন সেনগুপ্ত সঞ্চালনাও যথাযথ ছিল। শেষের দিকে তিনি একটি সুদীর্ঘ কবিতা পাঠ করলেন (অনবদ্য পাঠ)।

আর তারপরেই পাঠ করলেন এক সুদীর্ঘ নিবন্ধ— সঞ্চালক হিসাবে ভুলে গেলেন তখনও কিন্তু কয়েকজন আমন্ত্রিত কবি (যেমন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত) সঙ্গীত শিল্পী প্রতীক্ষায় আছেন মঞ্চে তাঁদের ডাকের জন্য (এঁরা কেউই কিন্তু 'রবাহূত, অনাহূত' ছিলেন না!)। উদয় চক্রবর্তী মাঝে মাঝেই তখন মঞ্চে উঠে উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন 'সময়' চলে যাচ্ছে বলে... তবে শেষ পর্যন্ত আমন্ত্রিত কবি, সঙ্গীতশিল্পীরা মঞ্চে তাঁদের বিবিধ সাংস্কৃতিক পরিবেশনের ডাক পান (সেতুর সম্মান বাঁচলো বই কি!) তবে সব শেষে যখন সবার অনুরোধে উদয় চক্রবর্তী মঞ্চে উঠলেন 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটির আবৃত্তি শোনাতে, তখন আসরের অনুষ্ঠানের সময় ফুরিয়ে গেল, দুতিন লাইন শোনালেন (উদ্বেগের জন্যে 'স্মৃতিবিভ্রম'ও ঘটল), সেতুর অনুষ্ঠানের ঠিক ঠিক সমাপ্তি ঘটল না... তাই বিনীত প্রস্তাব— আগামী দিনে সেতুর অনুষ্ঠান শুধু সদস্যদের নিয়েই হোক।

আরও : সকলের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও রত্নেশ্বর হাজরা কোনও কবিতা শোনালেন না।

আগমনী
কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস

উমা এসেছেন বছর পরে
মিলেছে সবাই পরস্পরে
পুরোহিত পড়েন চণ্ডী পাঠ
সোনার ফসলে বোঝাই মাঠ
ঢাক বাজে বাজে কাঁসি
মায়ের মুখে মিষ্টি হাসি
সবার সঙ্গে আয়েষা আলি
মিষ্টিমুখ আর কোলাকুলি।
(বড়িষা, কল–৮)

ভাই–ফোঁটা
ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্য

ভাই দ্বিতীয়ায় প্রাণের ছোঁয়ায়
বোনের ফোঁটা পেয়ে
ভাই ও বোনের মধুর প্রীতি
রয় যে স্থায়ী হয়ে।
ধান–দূর্বা, চন্দন–টিপ
শঙ্খ ধ্বনির তারে
যম–দুয়ারে দিয়ে কাঁটা
ভায়ের আয়ু বাড়ে
এমন মধুর দিনের আশায়
বছর কেটে যায়,
বোনটি যেন ফোঁটার দিনে
ভাই–কে কাছে পায়।
(পূর্ব পুটিয়ারী, কল–৯৩)

স্বাধীনতা ওদের নয়
মালতী প্রামাণিক

প্রত্যেকে মোরা পরের তরে
স্মরণে রাখিনি এ কথা
যাচাই করিনি জীবনে কখনও
এ বাণীর সত্যতা।
বুকের রক্তে রাঙালো মাটি
সন্তান তারা স্বদেশের খাঁটি
আমরা সবাই প্রাণপণ খাটি
ঘটি বাটি আগলাতে
উপমাহীন সে ত্যাগের বার্তা
শোভা পায় শুধু পুঁথিতে
হাতের ছোঁয়ায় কাজ সারে যারা
কাঁপিয়ে নিখিল বিশ্ব
সেয়ানে সেয়ানে চলে কোলাকুলি
ওরা রয় চির–নিঃস্ব
ওরা রাতদিন খাটে ক্ষুধা নিবারণে
সভ্যতার সিঁড়ি গড়ে
স্বাধীনতা নয়তো ওদের
ওপর তলার
(দাসপুর, পাথর প্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

অণু কবিতা
মানস চক্রবর্তী

জানি চলে যেতে হবে
শেষ নেই পথ চলা।
নিজের সঙ্গে আজো
হয়নি যে কথা বলা
আমি মারা গেলে
পৃথিবী হবে না খালি।
ফুলের বাগান শূন্য রবেনা
আসবে নতুন মালি।
(উত্তর বাওয়ালী, নোদাখালী, বজবজ–২)

লিমেরিক
বিজন চন্দ

যখন রাজা বসেন সিংহাসনে
সব ভুলে যান – প্রতিশ্রুতির মানে
গরীব–দুঃখীর কী আসে যায়
নুন আনতে পান্তা ফুরায়
তবু জোট বঁধে ভোট দেয় নির্বাচনে
মুক্তিকামী মনের প্রতিটি দ্বারে।
(হরিদেবপুর, কলকাতা–৮২)

স্বপ্ন হলো সত্যি
রিন্টা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবছে বসে জুঁই
বড় হয়ে আমি যেন
আকাশটাকে ছুঁই।
তাই তো আমায় করতে হবে
অনেক পড়াশোনা
তবেই তো না আকাশ পথে
করব আনাগোনা।

যেমন ভাবা তেমনই কাজ
একটু একটু করে
পড়াশোনায় ভালো হয়ে
আজ কলেজের দোরে
সে চৌকাটও পার হয়ে সে
নিল ট্রেনিং তার।
ছোট্টবেলার স্বপ্নটা–র যে
সত্যিটা দরকার
সেই জুঁই আজ বিমান সেবিকা
ছুঁয়েছে আকাশটাকে
সত্যি করল আকাশ ছোঁয়ার
সেই সে স্বপ্নটাকে।
(কলকাতা–৩৫)

আছে বলেই
সুনীল গুহ

আশা আছে বলেই
হতাশা দেয় উঁকি
প্রেম আছে বলেই
বিরহ বেদনা হয় কুহকিনী
ক্ষমতা আছে বলেই
আছে পতনের গ্লানি
লোভ আছে বলেই পাপ আছে
আছে মৃত্যুর হাতছানি
কিন্তু –
ফুল শিশু আছে বলেই
অন্তরে আছে এক অনাবিল চিন্ময়ী
(রবীন্দ্র আবাসন, কলকাতা–৮২)

নতুন বাড়ী
সুনীল মুখোপাধ্যায়

ঘামে ভেজা, রোদে পোড়া
রাজমিস্ত্রীর দল
ভিত গড়ছে, ইঁট গাঁথছে।
পুরোনো নোনাধরা বাড়ি ভেঙে
নতুন বাড়ী গড়ে তুলবেই।
ভিত গড়তে, ইঁট গাঁথতে –
কিছু কিছু জায়গায়
ছড়িয়ে পড়ছে চুন আর বালি
তা পড়ুক।
দেবশিশু জন্মালে তো গর্ভস্রাব হবেই।
(সালকিয়া হাওড়া)

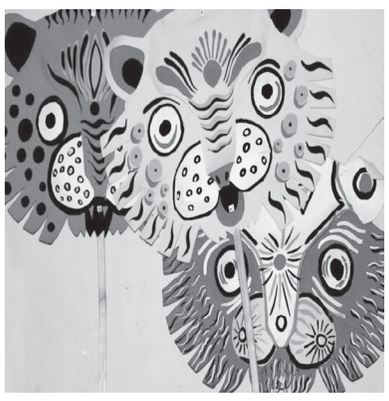

মুখোশ
স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় পূততুণ্ড

জোকার সং সেজেছে সবাই দেখি
শুধু জোকার–রাই কি রঙের মুখোশ পরে !
আমাদের মুখেও তো হাজারো রঙের
তুলি দিয়ে মুখোশ আঁটা
এই আমি এই তুমি – মানে
আমরা সকলে সবাই কি সবাইকে
চিনি ঠিক ভাবে !
যখন যে রঙের মুখোশ দরকার
চটজলদি সেটাই পড়ে নিই।
মুখোশ খোলা আর পরা করি সকলে
রাঙতায় মোড়া থাকে আসল হাসি কান্না।
(লস্করপুর, কলকাতা–১৫৩)

ভাবনা
শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

বহমান নদীর দু–পারে
ছায়া ধুয়ে দিয়ে গেল
অতল গভীরে নিমজ্জিত
কয়েকখণ্ড সভ্যতার
নুড়ি পাথর

কয়েকটা ভাসমান পাতা দেখে
এক পাগল হঠাত চঁচিয়ে
বলে ওঠে –
গেল গেল আমার
সব অরণ্য ভেসে গেল।

বিজ্ঞপ্তি

কবিতা বিভাগ প্রত্যেক মাসের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই মাসের তৃতীয় সংখ্যা কালীপুজো উপলক্ষ্যে সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় প্রকাশিত হবে না। তাই কবিতা বিভাগ তৃতীয় সপ্তাহের জায়গায়। দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত করা হল।

স্বামী অভেদানন্দের বর্ষব্যাপী সার্ধশত জন্মবার্ষিকীর শেষ অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পালনের শেষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হল গত ৮ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যায় অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করলেন গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সুপর্নানন্দ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. কানন বিহারী গোস্বামী। অন্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সমীর বসু, অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষ, হিতেন্দু বিশ্বাস প্রমুখ। শিক্ষা ধর্ম নারীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অভেদানন্দের বহুমুখী চিন্তাধারাকে বক্তারা তুলে ধরলেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। শুরুতে গাইলেন অরিন্দম মুখার্জি। অভেদানন্দের জীবন নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত শ্রুতি নাটক পরিবেশন করলেন অমিত রায় এবং বিশ্বরূপ রুদ্র। শুরুতে বেদমন্ত্র পাঠ করলেন স্বামী কেশবানন্দ। অতিথিদের বরণ করে নিলেন স্বামী সুদর্শনানন্দ। অনুষ্ঠানের মাঝে এবং শেষে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি স্বরচিত সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করলেন এই মঠের সম্পাদক স্বামী পরমাত্মানন্দ। সময় অভাবে তথ্যচিত্র 'যুগপুরুষ অভেদানন্দ' প্রদর্শিত হতে পারেনি। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন সমর বড়াল।

কালপুরুষ ও মন ক্যামেরার প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৮শে অক্টোবর ৩৫ বছর পার করা ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা কালপুরুষের শারদ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান হবে অবনীন্দ্রনাথ সভাঘরে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টে অবধি। অনুষ্ঠানের মূল নির্দেশনায় থাকবেন পত্রিকার সম্পাদক তথা কবি, বাগ্মী, নাট্যকর্মী প্রণব চক্রবর্তী। সাথে থাকবেন পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী। পত্রিকা প্রকাশের সাথে থাকবে সাহিত্য, সংস্কৃতির অনুষ্ঠান, কিছু সম্মাননা প্রদান। যোগাযোগ : প্রণব চক্রবর্তী, মোবাইল : ৯৮৩৬৮৮৪৩২৪।

২৮শে অক্টোবরই জীবনানন্দ সভাঘরে নতুন পথ চলা ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা মন ক্যামেরার শারদ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান হবে বিকাল ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা অবধি। অনুষ্ঠানের মূল নির্দেশক পত্রিকার সম্পাদক তথা কবি (ডাঃ) রুপালি বিশ্বাস। সঙ্গে থাকবেন পত্রিকার লেখক গোষ্ঠী। সাহিত্য, সংস্কৃতির অনুষ্ঠান সহ থাকবে কিছু সম্মাননা প্রদান। যোগাযোগ : (ডাঃ) রুপালি বিশ্বাস : মোবাইল : ৯২৩০০৬৬৭৭১। উভয় অনুষ্ঠানের বিশেষ সহযোগিতায় থাকছেন আলিপুর বার্তার সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকীর উপদেষ্টা (ডঃ) অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। মোবাইল : ৯৪৩৩১৩৫৫৬৫।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

নিজেদের মেলে ধরায় ফুল মার্কস পেল অনূর্দ্ধ ১৭ ভারতীয় ব্রিগেড

অরিঞ্জয় মিত্র

এবারের যুব বিশ্বকাপে হয়তো পরবর্তী রাউন্ডে যেতে পারবে না ভারত। কিন্তু অনূর্দ্ধ ১৭–র ভারতীয় ফুটবলাররা প্রমাণ করে দিল যে সেদিক থেকে সত্যি এবার ভারত তাদের আবির্ভাবে বুঝিয়ে দিল শুধুমাত্র সংগঠক দেশ হিসেবে নয়, যোগ্যতার নিরিখেই তারা এই টুর্নামেন্ট খেলছেন। মার্কিনি ব্রিগেডের সঙ্গে ভারতীয়দের লড়াই মতো ফুটবলে বামন দেশ যেভাবে ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার সঙ্গে টক্কর দেওয়া কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে লড়ল তা স্মৃতির ক্যানভাসে ধরা থাকবে প্রত্যেকেরই। দিল্লিতে ভারতের গ্রুপে আমেরিকা ছাড়াও রয়েছে এর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সংমিশ্রণে এক অদম্য স্পিরিট লক্ষ্য করা যাচ্ছে পুরো দলের মধ্যে। যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই বিশ্বকাপের পর ভারতীয় ফুটবলের তারা হয়ে উঠবেন তা বলাইবাহুল্য।

তাঁদের লড়াই কোনও অংশে কম নয়। এই দলটাকে যদি আগামী ৪–৫ বছর ধরে রাখা যায় তবে এরাই অনেক কামাল করে দেখাবে। প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারত ০–৩ গোলে হেরেছিল। কিন্তু তাঁদের লড়াইয়ের কথা কাশ্মীর–কন্যাকুমারী হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে গোটা বিশ্ব। দুনিয়ার তামাম ফুটবল বোদ্ধাদের বোঝানো গেছে ভারতও ফুটবলটা খেলতে জানে। কারণ এত কোটি মানুষের দেশ ফুটবলে কেন এত পিছিয়ে তা নিয়ে একটা অনবরত চর্চা একরকম কুড়ে কুড়ে খায়ে এদেশের ফুটবলপ্রেমীদের। যেমন সবার চোখ টাটিয়েছিল তেমনই ঠিক তার পরের ম্যাচে লাতিন আমেরিকার শক্তিশালী দল কলম্বিয়ার সঙ্গে যেভাবে জুঝল টিম ইন্ডিয়া তা নিশ্চিতভাবে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। বিশ্বকাপ পর্বে এই প্রথম কোনও ভারতীয়র গোলের অভিষেকও ঘটল এদিন। বস্তুত ০–১ পিছিয়ে পড়ার পর ৮২ মিনিটে কর্নার থেকে সমতা ফিরিয়ে জ্যাকসন আশার আলো জ্বালিয়েছিল ক্ষণিকের জন্য। অবশ্য সেই আশা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরমুহূর্তেই ফের পালটা গোল করে জিতে যায় কলম্বিয়া। কিন্তু ভারতের আফ্রিকান সিংহ ঘানা ও লাতিন আমেরিকার বাঘ কলম্বিয়া। এই শক্ত বাঁধা পেরিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ড তথা নক–আউটে যাওয়া যে কঠিন তা মোটের ওপর পরিষ্কার ছিল প্রথম থেকেই। ভারতীয় ব্রিগেডে এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঠাঁই মিলেছে রহিম আলি ও অভিজিত সরকারের। বাকিদের মধ্যে উত্তর–পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিত্ব অনেকটাই বেশি। তাঁদের মধ্যে আবার দাপট বেশি মণিপুরের। এছাড়া মিজোরাম ও সিকিমের প্রতিনিধিত্বও আছে। বহুদিন পর এই যুব ভারতীয় দলে পাঞ্জাব কেশরীর সংখ্যাও ভালো।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফুটবল নামটা শুনলে ভারতীয়দের মধ্যে কেমন যেন শ্লাঘা জন্মাত। যা কিছু কেন্দ্রীভূত হত তা ওই সুয়োরানী ক্রিকেটকে ঘিরে। তবে সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো জিনিস থেকে যায়। আর সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০–১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। তার সুফল হিসেবেই কলম্বিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রায় সমান তালে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে ভারত। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী', এটাই যেন চালু শ্লোগান হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলে। চিরিচ মিলোভানের কোচিংয়ে ১৯৮৪ সালের নেহরু গোল্ড কাপে শেষবার এতটা প্রত্যয়ী দেখিয়েছিল ভারতীয় দলকে। সেসময়ের অখ্যাত মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, বিদেশ বোসেদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি ঘটিয়েছিল এই টুর্নামেন্ট।

শেষপর্যন্ত অবশ্য গোলের মালা পরেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হল ভারতকে। শক্তিশালী ঘানার সঙ্গে ভারত যযে সুবিধা করতে পারবে না তা মোটের ওপর জানাই ছিল। তাও প্রথমার্ধে ভারতের সমানতালে লড়াই মুগ্ধ করেছিল। সেকেন্ড হাফ থেকে ছবিটা অবশ্য পালটে যায়। ০–৪ গোলে হেরে থেমে গেল অভিযান। তাও ক্ষুদেদের এই লড়াই বহুদিন থেকে যাবে মনের মণিকোঠায়।

'আলিপুর বার্তা'–র খবরের জের

শামিমাকে সাহায্য ব্যবসায়ী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২–২৮ এপ্রিল ২০১৭ 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার অষ্টম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল 'প্যারা অলিম্পিকে পদক জিতেও অবহেলিত বীরভূমের শামিমা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন। সেই খবর প্রকাশিত হবার পর ছড়িয়ে পড়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। তারপরেই প্রতিবন্ধী সাঁতারু শামিমা খাতুনকে সাহায্য করা হয় বীরভূম জেলার মহকুমা শহর রামপুরহাট ফুটপাত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি আইএনটিইউসি –র পক্ষ থেকে। বীরভূম জেলার নলহাটি থানার বসন্ত গ্রামের শামিমা খাতুন ছোটোবেলায় পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে বাঁ পায়ের শক্তি হারিয়েছে। বাবা পাথর শ্রমিক। অভাব ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বারবার সাঁতারের মঞ্চে জয়ী হয়েছে শামিমা। শামিমার বাড়ি থেকে ২ কিমি দূরের পুকুরে অনুশীলন করতে যেতে হয়। এইবছরের ৩১ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল রাজস্থানের জয়পুরে সর্বভারতীয় প্যারা অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় 'বেস্টস্ট্রোক ও বাটারফ্লাই ' বিভাগে সোনার পদক পায়। 'ফ্রি স্টাইল ও ব্যাক স্ট্রোক' বিভাগে তিনটে রুপোর পদক পায়। গতবছর দুটি সোনা ও দুটি রুপো, তার আগের বছর দুটি সোনা ও দুটি রুপো জিতেছিল শামিমা। গতবছর শামিমাকে জেলা প্রশাসন একটি মেডেল, রাজ্যপাল ১১০০০ টাকা দিয়েছিলেন। গত ৪ অক্টোবর বুধবার বসন্ত গ্রামে শামিমা খাতুনের বাড়তে গিয়ে মিষ্টি, ফুলের তোড়া ও অর্থ তুলে দেওয়া হয় শামিমার হাতে রামপুরহাট ফুটপাত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি আইএনটিইউসি –র পক্ষ থেকে। শামিমার মা ও দিদি উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি বরকতউল্লা এবং সম্পাদক শাহাজাদ হোসেন (কিনু)। সম্পাদক শাহাজাদ হোসেন (কিনু) বলেন, 'সাঁতারু শামিমা খাতুন আমাদের জেলা তথা বাংলার গর্ব। শামিমার প্রতি পদক্ষেপে সাফল্য কামনা করি।' রবিবার ৮ অক্টোবর দুপুরে রামপুরহাট রেলপাড়ে কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীতে বীরভূম জেলার গর্ব প্রতিবন্ধী সাঁতারু বসন্ত গ্রামের শামিমা খাতুনকে সংবর্ধনা এবং আর্থিক সাহায্য করা হয়।

রাজ্য স্কুল ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জয় সঞ্চারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৭ সালে ৭ অক্টোবর ভদ্রেশ্বরের দুর্গাময়ী একাডেমিতে আয়োজিত রাজ্য বিদ্যালয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুরন্ত জয়। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ হুগলি ও চন্দননগর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত ক্যারাটে, জুডো ও কিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় ক্যারাটেতে অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন বাংলার উঠতি খেলোয়াড় বছর ষোলোর সঞ্চারী দাস। সদ্যসমাপ্ত এই প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সঞ্চারী। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের ছাত্রী সঞ্চারী ব্রোঞ্জ জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। অথচ মাত্র দুই বছর ধরে কোন্নগরের মিলন সংঘ ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি সঞ্চারীর। কয়েকদিন প্রশিক্ষণ দিয়েই প্রশিক্ষক তারকবাবু বুঝতে পারেন দক্ষ ক্যারাটেকার হয়ে ওঠার সব রকম গুণ রয়েছে সঞ্চারীর মধ্যে। প্রায় দুই বছরের একাগ্রতা, অধ্যাবসায় ও নিরলস পরিশ্রমের জন্য সঞ্চারীর এই সাফল্য । কোন্নগরের উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতে উভয় বিভাগে ব্রোঞ্জ (২০১৬) জেতেন সঞ্চারী । ওই বছরই দমদমে আয়োজিত আন্তঃক্লাব ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রুপো জয় করেন তিনি। ২০১৬ সালেই হিন্দমোটর উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজিত জাতীয় স্তরের

ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতেতে উভয় বিভাগেই রূপো জয় করেন সঞ্চারী । এরপর আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। মাত্র দুই বছরের প্রশিক্ষণেই ২০১৭ সালে কোন্নগর রবীন্দ্রভবনে রাজ্যস্তরের প্রো – ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে কুমিতে রূপো, এই বছরই কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত রাজ্য স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে উভয় বিভাগে ব্রোঞ্জ, রাজ্য বিদ্যালয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে ব্রোঞ্জ (২০১৭) অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে সঞ্চারীর ঝুলিতে। শুধু তাই নয় ক্যারাটেতে ইয়েলো বেল্ট অর্জন করেছেন এই বছর ষোলোর মেয়ে। সদ্য সমাপ্ত এই রাজ্য বিদ্যালয় ক্যারাটে, জুডো ও কিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় ক্যারাটেতে অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন সঞ্চারী । উত্তরপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর বাণিজ্যের ছাত্রী ১৬ বছরের সঞ্চারী কোন্নগর জোড়াপুকুরের বাসিন্দা। পরিবারে রয়েছেন বাবা প্রদীপ দাস, ট্রান্সপোর্টের ব্যবসায়ী। মা কৃষ্ণা দাস গৃহবধূ। সঞ্চারী জানান, মূলত মায়ের ইচ্ছেতে আত্মরক্ষায় স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এই ক্যারাটে শেখা । সঞ্চারীর প্রিয় খেলা সাঁতার, প্রিয় খেলোয়ার অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার বেন কাটিং এবং ক্যারাটেতে তাঁর আদর্শ হলেন প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার। অবসর সময়ে অরিজিৎ সিং এর গান শুনতে ভালোবাসেন। সঞ্চারীর প্রিয় বিষয় অ্যাকাউন্টেন্সি। ভবিষ্যতে সঞ্চারী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চান।

জুডো ও কিক বক্সিংয়ে কামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৬ অক্টোবর ভদ্রেশ্বরের দুর্গাময়ী অ্যাকাডেমিতে জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ হুগলি ও চন্দননগর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত ক্যারাটে, জুডো ও কিক বক্সিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ৬৩ তম রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। তিনদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ক্যারাটেতে অনূর্ধ্ব ১৪,অনূর্ধ্ব ১৭ ও অনূর্ধ্ব ১৯ এই তিনটি বিভাগ এবং জুডো ও কিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় সব মিলিয়ে প্রায় চারশতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সদস্য ও পর্যবেক্ষক নারায়ণ সরকার, হুগলি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান নির্মলেন্দু অধিকারী, জেলা শারীরশিক্ষা আধিকারিক ডঃ বিকাশ চন্দ্র মন্ডল, শ্রীরামপুর মহকুমা ক্রীড়া পর্ষদের সম্পাদক শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের প্রশিক্ষণে ঋতঙ্কর বিশ্বাস ও শ্রীনন্তি চৌধুরী অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে সোনা, সঞ্চারী দাস অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে ব্রোঞ্জ, পুজা দাস অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে রুপো এবং সৈকত দত্ত অনুর্ধ্ব ১৪

খেলাশ্রী প্রকল্পে ফুটবল বিতরণ

সৌভিক মন্ডল, কাকদ্বীপ: যুব বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযগিতার প্রচার ও খেলাশ্রী প্রকল্পে স্কুল ও বিভিন্ন ক্লাবকে ফুটবল বিতরণ করা হল সুন্দরবন পুলিস জেলার পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার কাকদ্বীপ চৌরাস্তার মোড়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ স্কুল ও ক্লাবের প্রতিনিধিদের হাতে ৫টি করে ফুটবল তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, পুলিশ সুপার তথাগত বসু সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক। এদিন ফুটবল বিতরণ অনুষ্ঠানের আগে স্থানীয় নতুন রাস্তার মোড় থেকে ফুটবলের জন্য একটি শোভাযাত্রা করা হয়।

এই শোভাযাত্রায় পুলিশ সুপার তথাগত বসু সাইকেলে চেপে যোগ দেন। মন্ত্রী বলেন, বাঙালির অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। ফুটবলকে আরও জনপ্রিয় করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী খেলাশ্রী প্রকল্প চালু করেছেন। সুন্দরবন কাপ ফুটবল প্রতিবছর করা হয়। এই প্রতিযোগিতা থেকে অনেক সফল ফুটবলার উঠে এসেছে। মহিলা ফুটবলারও পেয়েছি। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সাহায্য করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্রও দেওয়া হয়।' পুলিশ সুপার বলেন, ফুটবল বাঙালির রক্তে। বিশ্ব যুব ফুটবলের আয়োজন সম্মানের ব্যাপার। কলকাতায় অনেকগুলো ম্যাচ হচ্ছে। আমরা চাই এই প্রতিযোগিতা সফল হোক।' এদিন মথুরাপুর থানার উদ্যোগে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুল মাঠে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের মধ্যে দিয়ে ফুটবল বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি দেবাশিস ব্যানার্জি, প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি ও ওসি শিবেন্দু ঘোষ।

জাজিগ্রামে ইন্টার বিদ্যালয় কবাডি প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহিলা ও পুরুষ বিভাগের ইন্টার বিদ্যালয় কবাডি প্রতিযোগিতা হয়ে গেলো বীরভূম জেলার মুরারই –২ ব্লকের প্রান্তিক অঞ্চল জাজিগ্রাম এসএ উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে। পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় সদাশিবপুর বিশোড় উচ্চবিদ্যালয় এবং রানার্স হয় মিত্রপুর অঞ্চল উচ্চবিদ্যালয়। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয় মিত্রপুর অঞ্চল উচ্চবিদ্যালয় এবং রানার্স হয় সদাশিবপুর বিশোড় উচ্চবিদ্যালয়। খেলা দেখতে মাঠের চারপাশে ছিলো উৎসুক জনতার ভিড়। মাঠে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জাজিগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মলয়শঙ্কর ঘোষ মহাশয়।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

শব্দবাজি না আতস বাজি?

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

শব্দবাজি নিয়ে যখন নানা তর্কবিতর্ক চলছে, তখন বছর সত্তর আগের একটা সন্ধ্যের কথা মনে প।ে গেল। আমি তখন তোমাদের মত ছোট। কালীপূজো, চারিদিকে বাজি ফাঁটছে। সবাই হৈ চৈ করছে, আমি ঘরের এক কোণে বসে লুকিয়ে কাঁদছি! মনে খুব দুঃখ, কারণ বাবা আমায় বাজি ফাঁটাতে দিচ্ছেন না। বাবার আপত্তির কারণ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস তখন ছিল না, কিন্তু, এখন কারণটা অনুমান করতে পারি।

আচ্ছা, তোমরাই বলতো ঠিক কী কারণে তোমরা বাজি ফাঁটাও? শব্দের জন্য? অত বিকট আওয়াজ কি সত্যি শুনতে ভালো লাগে? নাকি সবাই ফাঁটায় বলে তোমরাও ফাঁটাও! আমি কিছুদিন লন্ডনে ছিলাম, ওখানে বিভিন্ন উসবে, ওরাও বাজি ফাঁটায়। কিন্তু, কোনটাই শব্দবাজি নয়। বিভিন্ন নক্সার আতস বাজি! কী সুন্দর সুন্দর নক্সা আকাশে তৈরি হয় সে সব বাজি থেকে। একটা নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে সকলে থেমস নদীর তীরে উপস্থিত হয়। একটি জলযান থেকে আতস বাজিগুলো আকাশে উক্ষেপ করা হয় এবং সবাই মিলে তা উপভোগ করে।

এক কাজ তো তোমরা এবারের দেওয়ালিতে করতে পারো। শব্দবাজির জন্য বরাদ্দ অর্থ তোমাদের পা।ার সকলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে একটা নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় আতস বাজির প্রদর্শনী করো আর আলিপুরবার্তায় সে রিপোর্টটা পাঠিয়ে দাও। তোমরাই না হয় হয়ে গেলে আতস বাজি প্রদর্শনীর পথপ্রদর্শক।

অর্চিষ্মান মৈত্র, দ্বিতীয় শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com